www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

উৎসবের রকমারি

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ৪ বৈশাখ – ১০ বৈশাখ, ১৪২২ ঃ ১৮ এপ্রিল – ২৪ এপ্রিল, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.26, 18 April - 24 April, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

নেহরু জানতেন নেতাজি জীবিত

আজাদ বাউল

আমেরিকা পেরেছে, ব্রিটেন ও ভারত আজও সত্য প্রকাশের সাহস দেখাতে পারল না। বিল ক্লিন্টনের হাত ধরে সিআইএ–র (আগে নাম ছিল অফিস অফ স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিস) গোপন নথি বহু আগেই প্রকাশিত হয়েছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু শুধু জীবিত নন, সক্রিয় এবং ভারতবর্ষে সোভিয়েত হয়ে ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে প্রবেশ করতে পারেন এমন গোপন বার্তা গোয়েন্দারা দিয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু জানতেন সবই। প্রকাশ্যে দিনের পর দিন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর গল্প প্রতিষ্ঠা করা আজীবন প্রচেষ্টা করেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বময় কাহিনি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তারই প্রতিফলিত গরিমায় নেহরু–প্যাটেলরা বিপুল ভোটে ক্ষমতার মসনদে বসেন। ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধিকে সেদিনের জাতীয় কংগ্রেস কার্যত বর্জন করেছে। যদিও তাঁর ছবি ব্যবহার দলের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। কিন্তু নেতাজির ক্ষেত্রে তাঁকে ভুলিয়ে দিতে জওহর–প্যাটেলরা অতি সক্রিয় ছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে অতি সম্প্রতি। ক্ষমতার তাড়নায় জওহরলাল নৈতিক বোধ–বুদ্ধিও কাজে লাগাননি। প্রকাশিত নানা নথিতে জানা যাচ্ছে জওহরলাল তাঁর একদা বন্ধু সুভাষ চন্দ্রকে তীব্র হিংসা করতে শুরু করেছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে তিনি চিঠিতে অনুযোগ জানিয়েছিলেন, সুভাষ বোসকে স্ট্যালিন রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিলেন। একসময় সংবাদ মাধ্যমের কাছে তাঁর একদা বন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সুভাষ দেশে ফিরলে আমি তাকে বুলেটের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করব।' ইতিহাস সাক্ষী আজ প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটেনের গোয়েন্দা সংস্থা 'এম আই ফাইভ'–কে গোপনে নেহরু নেতাজি সম্পর্কে তথ্য পাঠাতেন। জওহরলালের মৃত দেহের পাশে জনৈক সন্ন্যাসীর উপস্থিতি নিয়ে একসময় ভারতবর্ষ উত্তাল হয়েছিল। সরকার দ্রুত সেই ছবি সেন্সর করে। যদিও পরবর্তীকালে কৌশলে প্রচার করা হয় ওই মুন্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী নেতাজি নন তিনি একজন 'বীরাধর্মবরা' নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। জওহরলালের আমলে গঠিত 'শাহনওয়াজ কমিটি' পরিকল্পনা মতো রায় দেয়। ইন্দিরার আমলে জি ডি খোসলার নেতৃত্বে এক সদস্য নেতাজি কমিশন একই কথা বলে জানায়, নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। বাজপেয়ীর আমলে মুখার্জি কমিশনের সূত্রে জানা যায় সোভিয়েত থেকে সুভাষ চন্দ্র নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতের উত্তর প্রদেশে দীর্ঘদিন সন্ন্যাসী হিসাবে সুভাষ চন্দ্র অবস্থান করেন। এ সম্পর্কে নানা তথ্য ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা আজও চলছে। মোদির সদ্য গঠিত কমিটি যা নেতাজি ফাইল প্রকাশের বিবেচনার দায়িত্ব পেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই গুমনামী বাবা বা ভগবানজীর সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনবেন। ১৯৮৫ সালেও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু সন্ন্যাসীর বেশে ভারতবর্ষে অবস্থান করেছেন গোপনে। এ সত্য মোদি সরকার প্রকাশ করলে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ভাবে তিনি বা তাঁর দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। দেশবাসী সত্যি জানতে চায় দ্রুত।

নেহরুর নেতাজি নীতি কার্যত বাস্তবায়িত করেছেন প্রয়াত শিশির বসু ও তার পরিবার। স্বাভাবিক ভাবে পরবর্তীকালে কংগ্রেস বিধায়ক ডাঃ শিশির বসুকে আর নজরদারির মধ্যে থাকতে হয়নি। যদিও আর এক ভাইপো অমিয় বসু নেহরুর নেতাজি সম্পর্কে যাবতীয় চক্রান্তের শরিক হতে পারেন নি। চিতাভস্ম ভারতবর্ষে আনার ব্যাপারে তিনি বরাবর কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করে গিয়েছেন। বসু বাড়ির আরও অনেকের প্রতি নেহরু সরকার এবং পরবর্তী কালে ইন্দিরা সরকার নজরদারি চালিয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে সুভাষ চন্দ্রের সেজদা সুরেশ চন্দ্র বসু ও কণিষ্ঠ ভাই শৈলেশ চন্দ্র বসুর ওপর তীব্র নজরদারি ছিল। নেতাজির পরিচিত বিপ্লবী অনুরাগীদের প্রতিও কংগ্রেস সরকার সদয় ছিল না। দেশ জুড়ে যখন নেতাজি চেতনার ঝড় উঠেছে তখন শিশির বসুর স্ত্রী ও পুত্র নেতাজি ফাইল প্রকাশের মৃদু 'দাবি' তুলেছেন। তারা বরাবরই 'অ্যানিটা পাফ–এয়ার ক্র্যাস–অ্যাস' এই তত্ত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছে। এমন কি সুভাষ চন্দ্র বসুর লেখা রচনাকেও সম্পাদিত করে বইপত্র প্রকাশ করেছে। আগামী দিনে নিশ্চয়ই নেতাজি নিয়ে যাবতীয় অন্যায় অবিচারের প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হবে। মুখোশ খুলে যাবে কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির।

সুব্রতবাবুদের প্রমাণ করতে হবে তারা সন্ত্রাস নির্ভর দল নয়

ওঁকার মিত্র

সত্যি হোক বা মিথ্যে। প্রচারের আলোয় কিন্তু উঠে আসছে তৃণমূলী সন্ত্রাসের ছবিটা। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মমতাদেবীর সাধের দল তৃণমূল কংগ্রেসের 'ডেট অফ এক্সপায়ারি' কি এগিয়ে আসছে? পুলিশ কি পরিকল্পনা মাফিক তাকে আরো ত্বরান্বিত করছে? এর উত্তর দেবে আগামী পুর নির্বাচনে সন্ত্রাসের পারদ কতটা চড়বে তার উপর।

আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কতগুলো নতুন ফ্যাক্টর কাজ করতে শুরু করেছে। প্রথমত কলকাতা ও শহরের ভোটারদের মধ্যে গেরুয়া রং ধরতে শুরু করেছে তা ধরা পড়ে গত লোকসভা ভোটে ফলাফলে। দ্বিতীয়ত চিটফান্ডে কেলেঙ্কারির তদন্ত এবার টানতে শুরু করেছে খোদ তৃণমূলে কংগ্রেসের একান্ত ঘরোয়া করে রেখে দেওয়া হিসাব পত্তর। তৃতীয়ত নতুন নিয়োজিত সাধারণ সম্পাদক সুব্রতবাবুর (বক্সি) মুকুল বাবুর মতো ফ্রি ব্যান্ড নেই। সবটাই নির্ভর করতে হচ্ছে দলকে একম–অদ্বিতীয়ম সুপ্রিমোর উপর। চতুর্থত বামফ্রন্ট যেমন ক্ষমতা দখলের ২৫টা বছর নির্বিঘ্নে কাটিয়েছে কংগ্রেস নেতাদের অকর্মন্যতায় সেটার পুণরাবৃত্তি হলো না মমতাদেবীর ক্ষেত্রে। একদিকে বিজেপি ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে আর অন্যদিকে বামেরা প্রতিবাদের সুর চড়াচ্ছে। এই চার হামলায় তৃণমূলকে খানিকটা বেসামাল দেখাচ্ছে। ওপরে ওভার স্মার্ট দেখালেও ভিতরে একটা চোরা ভয় কাজ করতে শুরু করেছে। এই বদ্ধ আবহ থেকে চটজলদি সমাধানের উপায় হল সন্ত্রাস। তারই আশ্রয় নিতে শুরু করেছে তারা। নেতা নেত্রীরা এখন মহা ফাঁপড়ে। না পারছেন গুন্ডা–মস্তানদের চটাতে কিংবা সন্ত্রাসকে ঠেকাতে। কিন্তু এ রোগ আমরা আগেও দেখেছি। ১৯৭২ থেকে ৭৭ এই একই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল কংগ্রেস। ২০০৭ থেকে ১০ এই রোগেই পঙ্গু হয়েছে বামেরা। তারপর এর ফল কি হয়েছে তার ইতিহাস সকলেরই জানা। পুলিশের আচরণ আরও সন্দেহজনক। তারাও সম্ভবত চাইছে যত শীঘ্র সম্ভব এই জমানার অবসান হোক। না হলে তাদের যেসব অধিকার তারা হারিয়েছে তারা ফিরে পাবে না। তাদের জীবন বিপন্ন হলেও মুখ বুজে সহ্য করতে হবে না। তাই রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর কোনও ঘটনাতেই কোনও হেলদোল নেই। এও এক ধরনের চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ।

এমনটা যে পুরোটাই অমূলক ধারণা তা প্রমাণ করতে হবে দলের নতুন সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বাবুকে। শুধুমাত্র বাংলার মানুষের সমর্থনের দোহাই দিয়ে সব অভিযোগ এড়িয়ে গেলে ইতিহাস ছেড়ে কথা বলবে না। তা যদি হতো তা হলে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের পতন হতো না। অর্থাৎ আগামী নির্বাচন শান্তিতে ও অবাধ করাটা সুব্রত বাবুদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সামনে কয়েক মাস বাদেই বিধান সভা নির্বাচন। মানুষের কাছে প্রমাণ করতে হবে সবই অপপ্রচার–মিথ্যা। অন্যথায় সরকার দল সকলেরই স্থায়িত্ব প্রশ্নের মুখে গিয়ে দাঁড়াবে।

রাজপথে প্রতিবাদ ...

গত ১৪ এপ্রিল ভারত সভা হলের সামনে থেকে আইএনএ মেমোরিয়াল পর্যন্ত একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল ৯টি নেতাজীপ্রেমী সংস্থার পক্ষ থেকে। পদযাত্রায় পা মিলিয়েছিলেন নেতাজি পরিবারের চন্দ্রকুমার বোস, অভিজিৎ রায়, ডিএন বোস এবং উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় ও অগণিত নেতজিপ্রেমী। এদিন তারা দাবি রাখে ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাছে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের যত ফাইল আছে তা অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশ করতে হবে। এছাড়াও মিছিলে স্লোগান ওঠে নেতাজির তথাকথিত কন্যা অ্যানিটা ব্রিজিট পাফ ও স্ত্রী এমিলি সেনকেলের মতো মিথ্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। এছাড়াও কমন ওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসার স্লোগানও দেখতে পাওয়া যায়। ভগবানজীর তথ্য প্রকাশ করতেও দাবি রাখেন নেতাজিপ্রেমীরা। বস্তুত কলকাতার বুকে যেভাবে এই প্রতিবাদ সংগঠিত হল তা পথ দেখাবে গোটা দেশকে। **ছবি : উৎপল রায়**

বিডিওর সই জাল করে নকল চেকে টাকা তোলার অভিযোগ

মেহেবুব গাজি

খোদ বিডিওর সই নকল করে এবার সরকারি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও টাকার পরিমাণ ৯ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৬৮ টাকা। ঘটনাটি নজরে আসার পরই মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের বিডিও খোকনচন্দ্র বালা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের স্থানীয় ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশের কাছে। পাশাপাশি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার দেবাশিস চক্রবর্তীও বিডিও অফিসের অ্যাকাউন্টে টাকার হদিশ না পেয়ে আরও একটি লিখিথ অভিযোগ দায়ের করেন মগরাহাট থানায়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে বিডিও অফিসের অ্যাকাউন্ট থেকে বিডিওর নকল সই করে নকল তিনটি চেক দিয়ে ওই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। বিডিও খোকনচন্দ্র বালার অভিযোগ, 'ঘটনার পর ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে দ্রুত টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনমাস কেটে গেলেও ওই টাকা ফেরতের কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না ব্যাঙ্ক। ওই টাকা না পাওয়ায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে এলাকার উন্নয়নের কাজ। ঘটনার ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ সূত্রের খবর, ২০১৪ অক্টোবরে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদিম ফিনান্স কমিশন থেকে ২৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭১৯ টাকার একটা চেক পায় মগরাহাট ২ নম্বর ব্লক। ওই মাসের ১০ তারিখে চেকটি ক্যাশ করানোর জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের স্থানীয় ব্রাঞ্চে অফিসের অ্যাকাউন্টে ড্রপ করেন বিডিও। ওই টাকা থেকে এলাকার রাস্তা মেরামত, পানীয় জলের টিউব ওয়েল বসানো থেকে শুরু করে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নের খাতে খরচ করার কথা ছিল। অভিযোগ, ডিসেম্বরের ৩ তারিখে বিডিও অফিসের পাশ বই ব্যাঙ্কে আপ টু ডেট করার পর জানতে পারেন অ্যাকাউন্ট থেকে ৯ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৬৮ টাকার কোনও হদিশ নেই। খোদ বিডিও খোকনবাবু ব্যাঙ্কে গিয়ে জানতে চান অ্যাকাউন্ট থেকে ওই টাকা কোথায় গেল? খোকনবাবু জানান, 'তখন ব্যাঙ্কে ম্যানেজার জানান তিনটি চেক মারফৎ ওই টাকা আমি তুলে নিয়েছি। অফিসের চেক বইতে তো অরিজিনাল চেক তো রয়েছে। সেটাও দেখাই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে। তখন ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জানানো হয় কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে, টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে। কিন্তু ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের মুখে কথায় ভরসা না পেয়ে খোকনবাবু মগরাহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কয়েকদিন পর ওই টাকার কোন হদিশ না পেয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারও পুলিশের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নামে পুলিশ। জানা যায় খোদ বিডিওর সই নকল করে দফায় দফায় তিনটি নকল চেক দিয়ে কউ বা কারা টাকা তুলে নিয়েছে। এদিন ফোনে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার দেবাশিস চক্রবর্তী জানান, 'পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশের তদন্তে ব্যাঙ্ক সমস্ত রকমভাবে সাহায্য করছে। এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নকল চেকে বিডিওর সই নকল করে ওই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

কোপ বিরোধিতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ পুরভোটের প্রাক্কালে দলবিরোধী কাজের জন্য ৭ জনকে বহিস্কার করল তৃণমূল কংগ্রেস। গত ১৭ এপ্রিল বজবজের বিধায়ক তথা পরিষদীয় সচিবের কার্যালয়ে এই বহিস্কারের কথা ঘোষণা করেন অশোক দেব নিজেই। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাশগুপ্ত, দীপক ঘোষ, কালি মাইতি প্রমুখ। বহিস্কৃত ৭ জন বলেন নিমাই খাঁড়া, যিনি ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আর এক বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের নির্দল প্রার্থী অতীন হালদার। এছাড়া আসিফ ইসলাম, বিদায়ী তৃণমূলের ১৬ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পঞ্চানন দাস, সুভাষ খাঁড়া, সমীর ঘোষ।

বেশ কিছু এলাকায় ব্যাপক গন্ডগোলের সম্ভাবনা

পার্থসারথি গুহ

পশ্চিমবঙ্গের বুকে তৃণমূল ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে পরে যে কটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এখনও পর্যন্ত সেখানে বিরাট কিছু গণ্ডগোল হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। স্বাভাবিকভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা বুক বাজিয়ে বলে যাচ্ছেন যে তারা মানুষের ভোট হরণ করায় একেবারেই বিশ্বাসী নয়। কিন্তু আজ যে পুর নির্বাচন কলকাতার বুকে হতে চলেছে তা ঘাসফুলের সুনাম কতটা বজায় রাখবে তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। কারণ যেভাবে টালা থেকে টালিগঞ্জ, যাদবপুর থেকে মুকুন্দপুর দুষ্টু ছেলেরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাতে সন্দেহটা বাস্তবে পরিণত হওয়ার জোর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য এবার যাবতীয় সন্ত্রাস থেকে চাপা শিহরণ জাগানোর কাজে অভিযুক্ত হচ্ছে শাসক দল। পরিস্থিতি এমন দিকে গড়াচ্ছে তাতে শোনা যাচ্ছে মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে দাঁড়াতে পারেন বিরোধীরা। অর্থাৎ নিজ নিজ দলের প্রার্থীদের তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিতে পারে সিপিএম এবং অন্যান্য বাম দলগুলি। এমনকি এক পথে সামিল হতে পারে নাকি বিজেপিও। এ ক্ষেত্রে বাম এবং রামের এক অদ্ভুত সহাবস্থান লক্ষ্য করতে পারে শহরবাসী।

এইরকম যে হওয়ার যোগসাজশ চলছে তা আলিপুর বার্তায় ইতিমধ্যে প্রকাশিতও হয়ে গিয়েছে। আসল ঘটনা হল এই বারের পুরনির্বাচনে খালি জেতা বা বোর্ড গঠনের কথা আদৌ মাথায় নেই শাসক দলের। তাদের একমাত্র লক্ষ্যই হল যথাসম্ভব বেশি আসন দখলে আনা। আর এই 'দখল' কথাটা এসে যাওয়াতেই যত বিপত্তি। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে নাকি লালদূর্গ হিসেবে পরিচিত কয়েকটি অঞ্চলকে বিশেষভাবে বাছা হয়েছে বিরোধী শূন্য করার কথা মাথায় রেখে। প্রতিবাদ আসতে

আজ কলকাতা পুরভোট

পারে যেসব জায়গায় সন্ত্রাসের সম্ভাবনাও সেখানে শতকরা। এর মধ্যে কসবা, যাদবপুর, গড়িয়া, বেলেঘাটা, খিদিরপুর–গার্ডেনরিচ প্রভৃতি এলাকায় শুরু হয়ে গিয়েছে গুম সন্ত্রাস। গুম শব্দটা এই জন্য প্রযোজ্য যে এই ধরনের আতঙ্কের বাতাবরণে বিরোধীরা কার্যত কণ্ঠ হারিয়ে ফেলে। তাও এদের মধ্যে অকুতোভয় যে বা যারাই শাসক দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে বা সরব হবে ভোটের দিন আক্রান্ত হতে পারে তারাই। ছবিটা মোটের ওপর এক। দীর্ঘ বাম জমানায় এ রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে ভোট করানো ছিল সোনার পাথরবাটির মতো। অভিযোগের তীর উঠত সিপিএম মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীদের দিকে। রাজ্যের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে যাদের একটা বড় অংশ ভিড়ে গিয়েছে তৃণমূলে। কালের বৈপরীত্যে তারাই এখন আঙুল হেনছে পুরনো শাসকদের বিরুদ্ধে।

ভোটের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই নাকি শাসক দলের লেঠেলরা পৌঁছে যাচ্ছে এমন সব জায়গায় যেখানকার ভোটের ওপর অনেক কিছু নির্ভরশীল। কি ভাষায় সাধারণ বস্তিবাসী থেকে নিম্নবিত্ত মানুষকে চমকানো হচ্ছে তা না উল্লেখ করলেও পাঠক ভালোই বুঝছে। ঠিক এই ধরনের অভিযোগ বারংবার বর্তেছে সিপিএমের ওপরেও। তাদের বাহিনীর পোষাকি নাম তো হয়ে গিয়েছিল 'হার্মাদ'। তৃণমূলের যেসব বাহিনি বকলমে এলাকার নিরাপত্তা হাতে তুলে নিয়েছে বলে অভিযোগ তাদের আবার চেনা হচ্ছে নাকি 'ভৈরব' বাহিনী নামে। হার্মাদ বনাম ভৈরবের মাঝে গেরুয়া বাহিনির উপস্থিতি খানিকটা নজরে আসবে একমাত্র বড়বাজার সংলগ্ন অঞ্চলে। অবশ্য এই ভোটে তৃণমূলকে বিভিন্ন সমীক্ষা কয়েক যোজন এগিয়ে রাখলেও শেষপর্যন্ত পদ্মফুল না কালো ঘোড়া হয়ে ওঠে তা নিয়েও জল্পনা কম নয়।

এফআইআইদের চাহিদা না মিটলেও

ভারতীয় বাজার এখনও সেরা গন্তব্য বিদেশি পুঁজির

অর্থনীতি

শুদ্ধাশিস গুহ

বাংলায় এখন একদিকে তুঙ্গে উঠতে থাকা গরমের চোখরাঙানি, অপরদিকে আসন্ন পুরভোটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির দাপাদাপি। এর মাঝে আবার বাঙালি উদযাপন করল একটা সুন্দর নববর্ষের যা পয়লা বৈশাল নামেই বেশি পরিচিত। নয়া সাল মানে স্বাভাবিকভাবেই পুরনোকে ঝেড়ে ফেলে নতুন করে তৈরি হওয়া। একেবারে কোমর বেধে লড়কে লেঙ্গে মনোভাব নিয়ে এইসময় বাঙালি যেন একটু বেশিই চার্জড হয়ে থাকে। এতক্ষণ কথা বলছি অথচ শেয়ার বাজার নিয়ে একটা টু শব্দও যে ব্যয় হচ্ছে না তাতে হয়তো আমাদের অর্থবাজার সংক্রান্ত পাঠক হতাশ বোধ করছেন। না, শুভ নর্ববর্ষে তাদের জন্যও প্রচুর রসদ মজুত রয়েছে। হ্যাঁ, যাকে বলে মিষ্টির হাড়ি মানে অবশ্যই এক ঝুড়ি ভালো খবর নিয়ে তাদের সামনে হাজির করা হচ্ছে এই কলমটি। আবার লেখাটি তৈরি হওয়ার মানসিকতা তৈরি করে দিয়েছে কিন্তু নববর্ষ সংক্রান্ত একটি আসরও। যাকে ভুরিভোজ কিংবা মিষ্টান্নের আসর বললেও কম বলা হবে না। আসল কথাটা হল এই প্রতিবেদক যেখানে বা যে সংস্থার মাধ্যমে শেয়ার কেনা বেচা করেন সেখানেও ছিল পয়লা বৈশাখী নিমন্ত্রণ। এমনিতে দেশে তথা এই কলকাতায় যে সব শেয়ার ব্রোকিং ফার্ম রয়েছে তাতে অবাঙালি সংস্থার প্রাধান্য বেশি। সুতরাং তাদের বর্ষ বরণ বা নতুনকে নিয়ে মেতে ওঠার ব্যাপারটা সংগঠিত হয় দীপাবলির সময়। তবে আমাদের অবাঙালি বন্ধুরা তাদের ফার্মে সেইসময় আমাদের ডেকে বিস্তর পেটপুজো করিয়ে থাকেন। বস্তুত বাংলা নববর্ষে বাঙালি ব্রোকিং হাউজ এবং দীপাবলিতে মারওয়ারী সংস্থা সর্বত্রই পেট পুজো হয় আমাদের। তা এবার নববর্ষের দিন মিষ্টি খেতে খেতেই বেশ ট্রেড করা হচ্ছিল। তাতে একাধারে নিখাদ বাঙালিত্বের পাশাপাশি আবার বিনিয়োগের পেশাদার বার্তাও উঠে আসছিল।

তার ওপর এই লেখা যখন চলছে তখন ভারতীয় শেয়ার বাজার হঠাৎ করেই তার ওপরে ওঠার মোমেন্টাম হারিয়ে একটু যেন ব্যাক গিয়ার নিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এতে চিন্তার কোনও কারণ দেখছেন না। তাদের মতে ভারতীয় বাজারে উত্থানের বহু রসদ মোতায়েন রয়েছে। ফলে সামান্য কারেকশন এলেও ফের ঘুরে দাঁড়াবে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স। এখন দেখার সময়টা কখন হবে এই নবোত্থানের। অর্থবাজার যে সাপ–লুডো খেলা মতো তা বিনিয়োগকারীরা ভালোই বোঝেন। একজন অভিজ্ঞ আর্থিক বিশেষজ্ঞই পারেন লগ্নিকারীকে সাপের মুখ থেকে রক্ষা করতে। না হলে ভুলভাল ট্রেডে ভরা বুল বাজারেও পুঁজি সঙ্কোচন ঘটতে পারে। তার থেকে বাঁচতে নিজের নজরদারিও বিশেষভাবে প্রয়োজন। অনেকটা হল গিয়ে বিয়েটা যার তার কিছুটা চাপ নিজেরও নেওয়া উচিত, পাড়াপড়শির চেয়ে। তাহলে জিনিসটা গিয়ে দাঁড়াল একদিকে সঠিক পরামর্শ টিপস এবং অন্যদিকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দুটো নিয়ে চলাটাই শ্রেয়। তাহলেই একজন সফল ট্রেডার হওয়া সম্ভব। মনে হয় এই লেখনির মাধ্যমে খানিকটা বোঝানো গেল আপনাদের। এই কথাগুলিকে আপ্তবাক্য বা বেদবাক্য মনে করে তবেই শেয়ার বাজারের মতো বৃহত্তর আর্থিক সমুদ্রে গা ভাসানো উচিত।

সমুদ্র এবং শেয়ার বাজার যে খানিকটা সমার্থক শব্দ এই কথাটি বোধহয় ভালোমতো জ্ঞাত আছেন এই মার্কেটে দীর্ঘদিন কাজ করা মানুষজন। তাদের মুখেই শোনা শেয়ার বাজারে কখনও হাঁকপাক করতে নেই। বরং অপেক্ষা করা উচিত সুযোগের। এবং তার ভরপুর সদ্ব্যবহার করার। সমুদ্র যেমন কোনও কিছু চিরতরে নিয়ে যায় না, আবার ফিরিয়েও দেয় তেমন শেয়ার বাজার স্টকের দাম ফেরৎ দেয় প্রায়শই। ধরুন আপনি কোনও শেয়ার একটি নির্দিষ্ট দামে বেচলেন। এবার দেখা গেল বেচার পর থেকেই তার দাম আরও বেড়ে গেল। তখন ওপরের দামে ঝট করে না কিনে অপেক্ষা করতে হয় উক্ত শেয়ারের দাম নিচের আসার জন্য। বাজারের অভিজ্ঞতা বলছে আকছার ই কোনও না কোনও স্টক ওপরে যাওয়ার পরে ফের নিম্নমুখী হয়। আবার কেনার পর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় হাতের শেয়ার হুহু করে পড়ে যাচ্ছে। তাহলেও অপেক্ষা করা উচিত সংযম বজায় রেখে। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল শেয়ার বাজারে একজন ভালো ট্রেডার হয়ে ওঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হল ধৈর্য্য পরীক্ষায় নিজের আস্থা বাড়ানো। এই কথা উঠতে এক রসিক বিনিয়োগকারী বলেই বসলেন শেয়ার বাজারে যারা নিয়মিত বা দীর্ঘদিন ধরে অর্থ লগ্নি করে চলেছেন তাদের কাজ অনেকটা মাছ ধরার মতো। প্রসঙ্গত মাছ ধরার অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা ভালোমতো জানেন যে যতক্ষণ অভীষ্ট অর্থাৎ মৎস বাবাজী ফাঁদে পড়ছে ততক্ষণ একমনে বরশির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। ফাতনা নড়লেই সতর্ক হতে হয়। এই অর্থ বাজার এমনই ধৈর্যের চাবিকাঠি বহন করে। তাই যারা এক্ষেত্রে হুটপাট করবেন, তারা কিন্তু ভুল পথে ধাবিত হবেন।

এই মুহূর্তের ছবি ভারতীয় শেয়ার বাজারের পক্ষে কি বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে তা একটু দেখে নেওয়া যাক। এমনিতে এখন ভারতের বাজারে কলির সন্ধ্যা। বিশেষ করে ২০১৪ তে দিল্লির তখতে নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শেয়ার বাজারে যে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে তা এখনও সমানভাবে বহমান। এর মাঝে কিছু কিছু বিষয় অবশ্য প্রশ্ন তুলছেন বিদেশি লগ্নিকারীরা। তাদের মতে ভারতে যে হারে কথা বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে সেইহারে আদৌ কাজ হচ্ছে না। ফলে তার ছাপ মাঝেমধ্যে পড়ছে বড়সড় পতনের মাধ্যমে। ২০১৫ সালের প্রথম তিনটি মাসেই ভারতীয় বাজার বেশ খানিকটা নিচে এসেছিল এই ধরনের বড় সংশোধনের মাধ্যমে। এবারেও সেই সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এপ্রিল মাসে ভারতীয় বাজার মার্চের প্রথম সপ্তাহের ন হাজারের কোঠায় যেতে পারবে কিনা তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ এও জানাচ্ছেন প্রত্যাশা সেভাবে পূরণ না হলেও এখনও ভারতীয় বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নারাজ বিদেশি লগ্নিকারীরা। সেক্ষেত্রে তারা এখনও আশার পারদ বাড়াচ্ছেন এদেশের বাজারে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ এপ্রিল – ২৪ এপ্রিল, ২০১৫

মেষ: মানসিক শান্তি এখনই আসবে না। উদ্বিগ্নভাব থেকেই যাবে। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভে আপনি কিছুটা উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। লেখাপড়ায় শুভ হবে। কর্মস্থলে বাধার মধ্যেও সুনাম পাবেন।

বৃষ: আয় ভালই হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন এবং খরচের যোগও রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কবিত্ব শক্তি বা লেখনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল।

মিথুন: কর্মে উন্নতি অথবা নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। অন্যের সঙ্গে বুঝে কথা বলবেন।

কর্কট: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে সকল কাজ সুন্দরভাবে করতে পারবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহে শান্তি থাকবে না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। কিন্তু দায়িত্ব বাড়বে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও খরচ প্রচুর বাড়বে।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা–ভাবনা করবেন। কথাবার্তায় সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা বিপদে পড়তে পারেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষত্ব থাকবে।

কন্যা: নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের পদোন্নতির শুভ যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। অযথা মাথা গরম করবেন না। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

তুলা: বাধার মধ্যেও সাফল্যের আশা দেখতে পাবেন। আর্থিক মোটামুটি শুভ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। স্নেহ–প্রীতির যোগ থাকলেও ততটা শুভ ফল পাওয়া যাবে না। ভাগ্যের শুভ প্রভাবে অনেকটা এগিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক: লেখাপড়ায় শুভাশুভ মিশ্রফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে তেমন শুভ ফল আশা করা যায় না। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। রক্ত চাপের হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটতে পারে। তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। উন্নতির যোগ।

ধনু: ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। আয় মোটামুটি শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা। উচ্চ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাতে আপনি লাভবান হবেন। আপনার চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিকতা থাকবে।

মকর: ব্যবসা–বাণিজ্যের দিক থেকে আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ লাভযোগ দেখা যায়, যোগাযোগমূলক কাজে ধীরে ধীরে হাত দিতে পারেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়, কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ। সাবধান না থাকলে ক্ষতি হতে পারে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

কুম্ভ: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে বাধা আসবে, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ও বন্ধুত্ব যোগ শুভ ফলের নির্দেশ করে। সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আর্থিক উন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে।

মীন: শিক্ষায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবনে। ভ্রমণে বাধা।

আজকের জনপ্রিয় পেশা ই–কমার্স ম্যানেজমেন্ট

গ্র্যাজুয়েট ছেলে মেয়েদের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : জুতো থেকে ব্র্যান্ডেড জামা সুগন্ধী আতর— যে কোনও পণ্য কেনার এখন আর দোকান বা, শপিং মলে যাওয়ার দরকার নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো একটি ই–শপিং ওয়েবসাইটে ঢুকে পছন্দের পণ্যটির অর্ডার করলেই হল, বাড়িতে চলে আসবে আপনার পছন্দের জিনিস। আর এই ই–বাণিজ্যের মুখে তাই অন্যতম একটি কেরিয়ার অপশন খুলেছে—ই–কমার্স ম্যানেজমেন্ট।

বিষয়টি কী : ই–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বরাত–সহ যাবতীয় কাজের ব্যবস্থাপনায় দেখভাল করে ই–কমার্স ম্যানেজাররা। শুধুমাত্র অনলাইন শপিং নয়, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ই–কমার্স ম্যানেজার অপরিহার্য। ই–বে, জ্যাবং, স্ন্যাপডিলের মতো ওয়েবসাইটের কথা এখন সবার জানা। এই ক্ষেত্রগলিতে দিন দিন বাড়ছে দক্ষ কর্মীর চাহিদা। ই–কমার্স ম্যানেজার ছাড়াও আর্থিক লেনদেন হতে পারে একাধিক বিজনেস ফার্মের মধ্যে, অথবা ফার্ম বা ক্রেতার মধ্যে।

কাজের দায়িত্ব : ই–কমার্স ম্যানেজারের কাজের মধ্যে পড়ে : (১) পণ্য বিপণন ও ব্যবস্থাপনা, (২) ক্রেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়া, (৩) কোম্পানির হয়ে ই–ব্র্যান্ডিং তৈরি করা, (৪) ক্রেতার অভিযোগ শুনে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া।

কোন কোন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ : অন–লাইনে টাকা লেনদেন হয় এমন সাইটে কাজের সুযোগ রয়েছে ই–কমার্স ম্যানেজারদের। ব্যাঙ্ক, ই–শপিং ওয়েবসাইট, থার্ড পার্টি ক্লায়েন্টগুলিতে ই–কমার্স ম্যানেজমেন্টে লোক নেওয়া হয়। এছাড়া টেলিকম, তথ্য প্রযুক্তি, ফিনান্স, পরিবহন, শিপিং, লজিস্টিক্স ও এক্সপোর্ট হাউসে ই–কমার্সের বহুল ব্যবহার হওয়ায় এইসব ক্ষেত্রেও ই–কমার্স ম্যানেজমেন্টের চাহিদা বেড়েছে। এই ব্যবস্থাপনায় চাকরি হয় এইসব পদে : ই–কমার্স ম্যানেজার, কাস্টমার রিলেশন্স ম্যানেজার ও গ্রাহক যোগাযোগ মিডিয়া ম্যানেজার, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট।

কীভাবে চাকরি হয় : এই পেশায় সাধারণত বিজ্ঞাপন দিয়ে খুব বেশি লোক নেওয়া হয় না। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ই–কমার্স বা ওই জাতীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তারাই ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে প্লেসমেন্টে সহায়তা করে। তবে ইদানীং, নামী সব সংস্থাই ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লোক নেয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ইন্টারনেট মার্কেটিং, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট বা, ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেমসএ ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ই–কমার্স ম্যানেজার পদে চাকরি পেতে পারেন। এছাড়া ওয়েবসাইটে ডিজাইন, ইন্টারনেট মার্কেটিং বা, সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিংয়ে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলেও এ পেশায় আসতে পারেন। কাস্টমার রিলেশন্স ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতে গেলে কোনও বিপিও বা হসপিটালিটি সেক্টর থেকে প্রশিক্ষণ নিলে উপকৃত হবেন।

আয়ের সুযোগ: এই পেশায় ম্যানেজার পদে মাইনে মাসে ২০–২৫ হাজার টাকা। অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বাড়ে। পাইকার বিক্রেতা সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে মাইনে বছরে ১০ লাখ টাকা থেকে ১৫ লাখ টাকা।

পেশায় সফল হতে গেলে : ই–কমার্স ম্যানেজমেন্টের পেশায় সফল হতে গেলে দরকার এইসব গুণ: ১। চটপট কথাবার্তা দক্ষতা, ২। অনলাইন ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, ৩। অনলাইন সম্পর্কে ভালো ধারণা, ৪। বিপণন কৌশল সম্পর্কে ধারণা, ৫। গ্রাহকদের চাহিদা ও প্রত্যাশামতো ওয়েব কনটেন্ট সাজানোর দক্ষতা, ৬। নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে মানানসই দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষমতা।

প্রশিক্ষণ: এ রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে সেভাবে কোথাও আলাদাভাবে ই–কমার্স ম্যানেজমেন্টের কোর্স পড়ানো হয় না। তবে যেখানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট পড়ানো হয়, সেখানে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজমেন্টের পাঠক্রমে ই মার্কেটিং বা, ই– কমার্স ম্যানেজমেন্টের কোর্স পড়ানো হয় না। তবে যেখানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট পড়ানো হয়, সেখানে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজমেন্টের পাঠক্রমে ই–মার্কেটিং বা, ই–কমার্স ম্যানেজমেন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অনলাইন ট্রেডিং ব্যবসা: অনলাইন ট্রেডিংয়ের মাধ্যমেও আপনি স্বনির্ভর হতে পারেন। এর জন্য লাগে একটি গোডাউন, সাল্লাই চেন, একটা ওয়েবসাইট, একটি হোম ডেলিভারি টিম আর একটি ছোট অফিস।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পর কোথায় কী সরকারি চাকরি

কাজের খবর

ইউপিএসসি–র মাধ্যমে

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় লোক নেওয়া হয় এইসব পরীক্ষার মাধ্যমে: ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যান্ড ন্যাভাল আকাদেমি: উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেরা স্থলবাহিনীর, ফিজিক্স ও অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেরা বিমানবাহিনী বা নৌবাহিনীর জন্য আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট বছেরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স দরকার সাড়ে ১৬ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। বিজ্ঞপ্তি বেরোয় অক্টোবর ও মার্চে। পরীক্ষা হয় একদিনে এই দুই পেপারের: ১। ৩০০ নম্বরের অঙ্ক, ২। ৬০০ নম্বরের জেনারেল এবিলিটি টেস্ট। প্রতিটি পেপারে আড়াই ঘণ্টা সময়। অঙ্কে থাকে পাটিগণিত, বীজগণিত, পরিমিতি, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও রাশিবিজ্ঞান। জেনারেল এবিলিটি টেস্ট পেপারে থাকে ২০০ নম্বরের ইংরিজির গ্রামার ও কম্প্রিহেনশন টেস্ট আর ৪০০ নম্বরের জেনারেল নলেজ। প্রশ্নপত্র হয় অবজেক্টিভ টাইপের। সফল হলে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট ও পার্সোন্যালিটি টেস্ট। এই টেস্টে থাকে ভার্বাল ও নন ভার্বাল প্রশ্ন। এরপর হয় গ্রুপ ডিসকাশন, গ্রুপ প্ল্যানিং, আউটডোর গ্রুপ টাস্ক ও একটি বিশেষ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা। শেষের এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ৯০০ নম্বর পেতে হয়। সফল হলে ৩ বছরের ট্রেনিং।

স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিস: ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির মধ্যে যে কোনো একটি বিষয় আর অঙ্ক নিয়ে প্রথম বা, দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে থাকলে স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিসেস পরীক্ষা দিতে পারেন। বয়স দরকার ১৭ থেকো ২১ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পান। সংশ্লিষ্ট বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। শুরুতে ৪০ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ট আছে। সফল হলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জুনিয়র অফিসার হিসাবে ৩ বছর প্রবেশন। এই পরীক্ষায় থাকে উচ্চমাধ্যমিক মানের ৬০০ নম্বরের অবজেক্টিভ মাল্টিপাল চয়েজ টাইপের প্রশন, এই ৩ পত্রের: ১। ইংরিজি, জেনারেল নলেজ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, ২। ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি, ৩। অঙ্ক। প্রতিটি পেপারে সময় ২ ঘণ্টা। সফল হলে ২০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে

রাজ্য সরকারে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে এবার থেকে লোক নেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে। এই কমিশনের মাধ্যমে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের জন্য ক্লার্কশিপ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি শিগগিরই বেরোবে।

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক

পশ্চিমবঙ্গের সব সরকারি দফতরের আঞ্চলিক অফিস ও জেলার সরকারি অফিসগুলিতে কাজের জন্য ক্লার্ক পদে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে নেওয়া হয়। নিয়োগ হয় গ্রুপ সি পদে। চাকরি হয় ৩ বছরের জন্য, অস্থায়ী ভিত্তিতে। মূল মাইনে ছাড়াও শুধুমাত্র ডাক্তারি খরচ পান। মহার্ঘ ভাতা ও বাড়ি ভাড়া ভাতা পান না। ৩ বছর চাকরি চলাকালীন স্থায়ী হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের বিভাগীয় পরীক্ষায় সফল হতে হয়। বিভাগীয় পরীক্ষায় একবার অকৃতকার্য হলে আরো একবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পান। তখন অকৃতকার্য হলে চাকরি হারাতে হয়।

মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ক্লার্ক পদের জন্য আবেদন করার যোগ্য। কম্পিউটারে টাইপিংয়ের গতি থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পান।

প্রার্থী বাছাই করে পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশন। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় থাকবে দুটি পার্ট। প্রথম পার্টে অবজেক্টিভ টাইপের দেড় ঘন্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই ২টি পেপার: ১। অ্যারিথমেটিক–৫০ নম্বর, ২। জেনারেল নলেজ –৫০ নম্বর। দ্বিতীয় পার্টে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এই ২টি বিষয়ে: ১। বাংলা–৫০ নম্বর, ২। ইংরেজি–৫০ নম্বর। সফল হলে কম্পিউটারে টাইপিং টেস্ট হবে। দরখাস্ত নেয়ার বিজ্ঞপ্তি বেরোলে তখনই আবেদন করতে পারবেন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবইন্সপেক্টর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারি দফতরে কাজের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবইন্সপেক্টর পদে লোক নেওয়া হয়। যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতেপারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেক ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৭,১০০ থেকে ৩৭,৬০০ টাকা ও গ্রেড পে ৩,২০০ টাকা। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৭ সেমি (তপশিলী উপজাতি, গোর্খা হলে ১৬০) সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৮ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৩ সেমি (তপশিলী উপজাতি ও গোর্খা হলে বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি ও ফুলিয়ে ৮১ সেমি) আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন থাকতে হবে। মহিলারা এই পদে যোগ্য নন। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা ও শিরাস্ফীতি হলে আবেদনের যোগ্য নন। দৃষ্টিশক্তি দরকার চশমা সহ ও চশমা ছাড়া প্রতি চোখে ৬/৬। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ্য থাকতে হবে। শুরুতে পুলিশ ট্রেনিং কলেজে শারীরিক ও থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং হবে। সফল হলে সংশ্লিষ্ট জেলার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ এক্সাইজের কাছে পাঠানো হবে।

প্রার্থী বাছাই করে পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশন। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ পরীক্ষার মাধ্যমে। এজন্য প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হয় ১৫০ নম্বরের ২ ঘণ্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। এইসব বিষয়ে: ইংরেজি ব্যাকরণ ৫টি, ইংরেজি বানান–৫টি, ইংরেজি সমর্থক শব্দ ও বিপরীতার্থক শব্দ ৫টি, পাটিগণিত ১৫টি, জ্যামিতি ৫টি, বীজগণিত ৫টি, পরিমিতি ৫টি, ফিজিক্স ১০টি, কেমিস্ট্রি ১০টি, জেনারেল নলেজ (জাতীয়) ৫টি, জেনারেল নলেজ (আন্তর্জাতিক) ৫টি, রাজ্য সম্বন্ধে, ৫টি, জেনারেল নলেজ (আর্টস অ্যান্ড কালচার) ৫টি, জেনারেল নলেজ (স্পোর্স) ৫টি, জেনারেল নলেজ (অ্যাব্রিভিয়েশন) ৫টি, টেস্ট অফ রিজনিং (ভার্বাল ও নন ভার্বাল) ১৫টি, কম্পিউটার ৫টি। প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক মানের। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। প্রশ্নপত্র হয় ইংরেজিতে। সফল হলে শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করলে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়। বিজ্ঞপ্তি বেরোলে অনলাইনে দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে : www.wbssc.gov.in

ফেসবুকে প্রতিবাদী কবিতা লিখে হুমকির মুখে কাকদ্বীপের শিক্ষিকা

মেহেবুব গাজি

বাংলাদেশের ছায়া এবার এ রাজ্যেও। বাংলাদেশের ব্লগার রাজীব চৌধুরির খুন সহ এ রাজ্যে মেটিয়াবুরুজের মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক কাজী মাসুম আখতারের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদ করে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে একটি কবিতা লেখায় এ বার খুনের হুমকির মুখে পড়তে হল কাকদ্বীপের এক স্কুল শিক্ষিকাকে। শিক্ষিকা শর্মিলা ঘোষ কাকদ্বীপ বারেন্দ্র বিদ্যানিকেতনের ভুগোলের শিক্ষিকা। শর্মিলা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে একাধিক হুমকি পান গত ১ এপ্রিল। পরদিন কাকদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। হুমকির পর থেকে আতঙ্কে আছেন শিক্ষিকার পরিবার। কাকদ্বীপের সুভাষ নগরে থাকেন শিক্ষক দম্পতি। শর্মিলার স্বামী রফিউদ্দিন আহমেদও একই স্কুলে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। তাঁদের সাড়ে ছয় বছরের মেয়ে স্থানীয় বেসরকারি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া। শিক্ষক দম্পতি নিয়মিত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে মতামত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের ব্লগার রাজীব চৌধুরি খুনের পর নাড়িয়ে দিয়েছিল এই শিক্ষক দম্পতিকেও। তারপর থেকে শর্মিলা প্রতিবাদ স্বরূপ একাধিক কবিতা ও ব্লগ লেখেন। অভিযোগ, এর পরেই মেটিয়াবুরুজের এক মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুক্ত চিন্তার কথা বলে আক্রান্ত হন বেশ কয়েকজন মৌলবাদীদের হাতে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ১লা এপ্রিল শর্মিলা 'আমি নাস্তিক হয়ে গেলাম' বলে একটি কবিতা

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে পোস্ট করেন। পোস্ট করার পর থেকে নানা মন্তব্য আসতে থাকে শর্মিলার ব্লগে। অভিযোগ, গাজি মো তানজিল নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি খুনের হুমকি আসতে থাকে। একবার নয়। একাধিকবার সরাসরি খুনের হুমকি আসতে থাকে। কখনও ধারালো অস্ত্রে ছবি সহ পাঠানো হয়, এটা তোমার জন্য আসিতেছে অপেক্ষা কর। পরে আবার পাঠানো হয় আমার বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দিয়ে লাভ নেই। সাবধান হয়ে যা, ইসলামকে নিয়ে গালাগালি বন্ধ কর। আর ওয়েটিংয়ে থাকো। এই হুমকি পাওয়ার পর কাকদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শিক্ষিকা। আতঙ্কিত শিক্ষিকা শর্মিলা নিজের মেয়েকেও স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। শর্মিলা বলেন, আমি সমস্ত ধর্মের মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে। আমার স্বামী একজন মুসলিম। অন্য ধর্মে বিয়ে করার জন্য অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি।

আজ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি যখন রাজীব চৌধুরি খুন হন। কিংবা শিক্ষক কাজী মাসুম আখতার আক্রান্ত হন তখন নিজেকে নাস্তিক হিসেবে ভাবতে ভালোবাসি। আর সেই ভাবনা থেকে কবিতা লেখা ও পোস্ট করা। কিন্তু তারপর মৌলবাদীদের হুমকিতে ভীত সন্ত্রস্ত। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। বেহালার বাসিন্দা শর্মিলার স্বামী আদতে বীরভূমের বাসিন্দা রফিউদ্দিন আহমেদও সমানভাবে আতঙ্কিত। তিনি বলেন, ধর্ম নিয়ে কেন এই লড়াই বুঝি না। বিজ্ঞান নিয়ে কেন আমরা এগিয়ে চলতে পারি না। আমরা একে অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা, সম্মান করি বলে ঘর বাঁধতে পেরেছি। আসল কথা ভালোবাসা। পুলিশ অভিযুক্তদের খুঁজে দ্রুত গ্রেপ্তার করুক। মানবাধিকার সংগঠন এপিডি আরের রাজ্য সহ সভাপতি আলতাফ আহমেদ বলেন, পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করুক। এদের শাস্তির প্রয়োজন। তা না হলে ঘটনা এরাজ্যেও বাড়তে থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পুলিশ সুপার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী বলেন, খোঁজ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সহজীবীর মঞ্চে কৌগ্রীত্য

সুমন্ত ভৌমিক : সহজীবী–র পৃষ্ঠপোষকতায় যৌথ আয়োজিত হলুদ পাতার বিকেল' সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হাজরা আশুতোষ হলে। প্রথমে সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে শহীদ ওয়াশিকুর বাবু, অভিজি রায় সহ বিজ্ঞান মনস্কতার প্রচার ও প্রসার আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করে সকলে। এবং অক্ষর' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার উদ্বোধন করেন শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু। এরপরে কৌগ্রীত্য–র প্রযোজিত কবিতা, গান ও নাচের মাধ্যমে সাধারন মেয়ে ও আমি' পরিবেশনা করা হয়। সুস্মিতা দাস এর গান ও অরনী ভট্টাচার্য্য ও অভিজি দাস এর কবিতা পাঠ দর্শকদের মুগ্ধ করে তার সাথে রুমেলী চট্টোপাধ্যায় ও শুভ্রা হালদার এর নৃত্য চোখে পরার মত। অনির্বাণ রায় ও প্রীয়ম চক্রবর্তী এর যন্ত্রসঙ্গীত সহায়তা অনবদ্ধ।

কৌগ্রীত্য–র প্রযোজিত সাধারন মেয়ে ও আমি' পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও নির্দেশনা করেছেন সুমন্ত ভৌমিক। এছা।। অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীত অংশগ্রহন করে নন্দিনী সেনগুপ্ত ও চিত্ররুপা গুপ্ত।ও পুরুলিয়ার সেনেরা আলকাফ যাত্রা পার্টির পরিবেশনায় আলকাফ পালা। সহজীবী এই বছর বন্ধু সম্মান'– ভূষিত করেছে শ্রী তুষার কাঞ্জিলাল (সমাজ–বন্ধু), শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু (সাহিত্য–বন্ধু), শ্রী বিপুল চক্রবর্তী (সঙ্গিত–বন্ধু) ও শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা দত্তরায় (সংস্কৃতি–বন্ধু)। বিশিষ্ঠ জনের মধ্যে উপষ্থিত ছিল দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ হাসমত জালাল, কৌশিক ঘোষ, বৈজয়ন্ত রাহা, সুমন্ত ভৌমিক সহ প্রমুখ।

ভদ্রেশ্বরে ভাইসচেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে ঘাসফুলের মনোজ উপাধ্যায়

মলয় সুর, চুঁচুড়া : রাজ্যে পরিবর্তন আসার আগেই ২০১০ সালে ভদ্রেশ্বর পুরসভায় পরিবর্তনের হাওয়া বয়েছিল। বামেদের হারিয়ে তৃণমল কংগ্রেস সেবার পুরবোর্ড দখল করে। ভদ্রেশ্বর পুরসভায় ২০১০ সালে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মনোজ উপাধ্যায় ১০০ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। তরপর ভাইস–চেয়ারম্যান পদে বসেন। এবার ফের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে দাঁড়িয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালে পুরসভা নির্বাচনে প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সিপিআই প্রার্থী অবনী গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে তিনি হেরে যান। এরপর থেকে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে পুরভোটে জিতে আসছেন লাগাতার। এবার তিনি ১৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী হয়েছেন। এই ওয়ার্ডে এবারে চতুর্মুখী লড়াই হচ্ছে। বিজেপির সীমা জয়সওয়াল, তৃণমূল কংগ্রেস বিদায়ী ভাইস–চেয়ারম্যান, সিপিআইয়ের কৃষ্ণেন্দু মালিক ও কংগ্রেসের বিনোদ সাহানী। ওয়ার্ডে জনসংখ্যা ২৫০০ জন। ভোটার রয়েছে প্রায় ২১০০ মতো। এর মধ্যে মাত্র ২২টি মুসলমান ভোট আছে। এই ওয়ার্ডে শ্যামনগর নর্থ জুট মিল রয়েছে। যার শ্রমিক সংখ্যা চার হাজার। এই কারণে ছোটখাটো বস্তির সংখ্যা রয়েছে। মধ্যবিত্ত ও অভিজাত পরিবারের সংখ্যা থাকলেও জুটমিলের অবাঙালি শ্রমিকেরাও এই এলাকায় রয়েছে। সকলে কর্মীদের নিয়ে নেমে পড়েছেন জোরদার প্রচারে। মনোজবাবু জানিয়েছেন, বামেদের বিরুদ্ধে মূল লড়াইয়ের কান্ডারি ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আদর্শ এবং ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তৃণমূলে আসা। তারপর থেকেই তাঁকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলা। তাঁর হাতে তৈরি ক্লাব 'জয় ভারত সংঘ'। এই ক্লাবেই বিরাট বাজেটের জগদ্ধাত্রী পুজোর দায়িত্বে থাকেন মনোজজী। রাস্তা আলো, জল, নিকাশি ব্যবস্থা সবেতেই নজর দিয়েছেন গত পাঁচ বছরে। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের স্লোগান 'শীত–গ্রীষ্ম–বর্ষা মনোজজী ভরসা। এলাকার উন্নয়নে ও সর্বত্র জোর দিয়েছেন সবার প্রিয় মনোজ জী। গত পুর নির্বাচনে জিতেছিলেন ১০০ ভোটে এবার এই ভোট বাড়বে মনে করছেন কর্মীরা। তবে তিনি জানান, আগামী দিনে আরও মানুষের পাশে থাকব।

দুই ভাইয়ের লড়াইতে জমে উঠেছে মেমারির ১৬ নম্বর ওয়ার্ড

মলয় সুর

স্টেশনে যাত্রী নামিয়ে কিছুক্ষণ আগেই রওনা দিয়েছে আপ বর্ধমান লোকাল ট্রেন। স্টেশনের বাসরে মেমারি রোড।

থিক থিক করছে ভিড়। রাস্তা জুড়ে যত্রতত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে রিক্সা, স্কুটার, বাইক, ভ্যান। এগোনোর জো নেই। রাস্তার পাশের দেওয়াল গুলিতে পুরভোটের প্রচার। অথচ দিনের পর দিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী মানুষকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হলেও হুঁশ নেই পুলিশ প্রশাসনের। রাস্তায় দেখা মেলে না ট্রাফিক পুলিশের। তাই বাধ্য হয়ে পথে নামতে হয় আটকে পড়া গাড়ির চালক এবং দোকানদারদের। স্থানীয় দোকানদার বীরেন ভট্টাচার্যের কথা অনুযায়ী ভোট এলে যানজট কাটানোর আশ্বাস সব দলই দেয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। এর জন্য দুর্ঘটনাও ঘটে। মেমারি পুরসভা চালানোর দায়িত্বে গত পাঁচ বছর ধরে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই পুরসভার ইচ্ছাপুর এলাকায় ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে একই পাড়ায় সম্পর্কে দুজনে খুড়তুতো দুই ভাই দাদা মহম্মদ আসাদউদ্দিন (৩৩) এবং ভাই সাজিদ হোসেন (৩১) দুজনে একে অপরের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা তাকিয়ে আছেন দুই ভাইয়ের দিকেই। আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে মেমারি পুরসভায় এবার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে 'তৃণমূল দাদা' মহম্মদ আসাদউদ্দিনের বিরুদ্ধে ভোটে লড়ছেন সিপিএমের হয়ে ভাই সাজিদ হোসেন। জয়ের মুকুট কার মাথায় উঠবে তা সময়ই বলবে। কিন্তু ঘাসফুল ও কাস্তে হাতুড়ি তারা প্রতীকে দাদা–ভাইয়ের লড়াইয়ে জমে উঠেছে মেমারি পুরসভার এই ওয়ার্ডটি এখানে সংখ্যালঘু মুসলমান অধ্যুষিত। এই ওয়ার্ডে মোট ১৬টি ওয়ার্ড। ২০১০ সালে জিতে এই পুরসভায় ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। সাজিদ হোসেন ছাত্র জীবনে এসএফআই সদস্য হিসাবে রাজনীতির হাতে খড়ি। তিনি বর্ধমান অঞ্চলের এসএফআইয়ের যুগ্ম সম্পাদক তাদের পরিবারের সকলেই কট্টর বাম সমর্থক। গত ২০১০ সালে পুরনির্বাচনে ও দুই ভাই লড়েছিলেন। সেবার প্রার্থী হিসাবে শুধুমাত্র তাঁরা দু'জনই ছিলেন তাই লড়াইটাও ছিল এক্কেবারে সরাসরি। মাত্র ১৪ ভোটের ব্যবধানে জিতে

ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী মহম্মদ আসাদউদ্দিন। এবারে চতুর্মুখী লড়াইয়ে এই ওয়ার্ডে অন্য দু'জন প্রার্থী রয়েছেন কংগ্রেসের মহম্মদ হাবিবউদ্দিন শেখ এবং বিজেপির প্রার্থী শিবকুমার ভকত। এই ওয়ার্ডের জনসংখ্যা ২৫০০ জন। মোট ভোটার ১৫০১ জন। তৃণমূল প্রার্থী মহম্মদ আসাদউদ্দিন বলেন রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা রাস্তার আলো ও বস্তি উন্নয়ন গত পাঁচবছরে সমস্ত কাজ করে দিয়েছি। এমনকি কোনও রাজনৈতিক রং না দেখে ১৮৬ জনের বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা ও পেনশনের ব্যবস্থা করেছি। কেবলমাত্র ডিভিসি খালের বাঁধ বাঁধানোর কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করে থাকি। তাই এখান থেকে আমিই জিতব। অপরদিকে সিপিএমের সাজিদ হোসেন জানিয়েছেন, চিট ফান্ড সারদার উবে যাওয়া কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ফাঁস, তৃণমূলী সন্ত্রাস, স্বাধীনভাবে মানুষের মত প্রকাশের উপায় নেই। সেই দুর্নীতির বার্তা নিয়ে বাড়ি বাড়ি লোকের কাছে যাচ্ছি। তাই আতঙ্কিত হয়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে তৃণমূল। তবে এই অত্যাচার বুমেরাং হবে। সিপিএমের ভোট বাড়বে। এলাকায় মানুষ আমায় ভালোমতো চেনেন। তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভালো। এবার তাই এখান থেকে বিপুল ভোটে আমিই জিতব।

দীঘায় বালু শিল্পীর অভাব

অমিত জানা : ওড়িশার পুরীতে যেখানে বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েকের মতো ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সমুদ্র সৈকতের অলঙ্কার। কিন্তু সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের দীঘায় বালুশিল্পীর অভাব শিল্পমনস্ক পর্যটকদের হতাশ করছে। এমনিতেই দীঘার সমুদ্র সৈকতে বছরের প্রতিটি সময় পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। কিন্তু ওল্ড দীঘা বা নিউ দীঘায় বালুশিল্পীদের শিল্পকলা চোখে পড়ে না বললেই চলে। সেই জন্যই হতাশ শিল্পমনস্ক পর্যটকরা। তবে সমুদ্রের ঝিনুক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে নানা হস্তশিল্পের নমুনা দীঘায় ভালোই চোখে পড়ে। সেরকমই এক শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে অনেক তথ্যই বেরিয়ে এল। শিল্পীর নাম অরূপ মাইতি সামুদ্রিক প্রাকৃতিক সামগ্রী সংগ্রহ করে নিজে নানা সামগ্রী তৈরি পর্যটকদের বিক্রি করে। হাওড়ার রামরাজাতলা থেকে দীঘায় ঘুরতে এসেছিলেন তাপস জানা, প্রদীপ বাগ, রনি বিশ্বাস ও সমর জানা। তাঁরা জানিয়েছেন পুরীর সমুদ্র সৈকতে মাঝে মাজেই বালুশিল্পীদের শিল্পকলা চোখে পড়ে কিন্তু সেই তুলনায় দীঘায় বালুশিল্পীদের শিল্পকলা লক্ষ্য করলাম না। হস্তশিল্প শিল্পী অরূপ মাইতি জানান, দীঘাতে খুব কমই বালুশিল্পীদের দেখা যায় তবে আগের থেকে দীঘা অনেক উন্নত হয়েছে, বর্তমান রাজ্য সরকার রাস্তা নির্মাণ করেছে ও আলো দিয়ে সাজিয়েছে। তবে বালু শিল্পী সহ আমাদের মত শিল্পীদের সরকার কিছুটা সাহায্য করলে উপকৃত হই।

অপহৃত ৩ মৎস্যজীবী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে সুন্দরবনের সামশেরনগর এলাকা থেকে অপহৃত ৩ মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে কোস্টাল পুলিশ। উল্লেখ্য গত ৩ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা জীবনতলা থানার মৌকালি গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবী সাম্মাদ মোল্লা, মুচ্ছা মোল্লা এবং বাসন্তীর ঝড়খালির বাসিন্দা মৎস্যজীবী বাপ্পা রপ্তান ফিসার বোর্ড করে সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরতে যায়। গত ৮ এপ্রিল সুন্দরবনের গড়াল নদীতে মাছ ধরার সময় হঠাৎই ১৮ থেকে ২০ জনের জলদস্যুদল ফিসার বোর্ড গুলিতে ডাকাতি করে ৩ জন মৎস্যজীবীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করে। স্থানীয় ও মৎস্যজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে মৎস্যজীবী সাম্মাদ মোল্লা, মুচ্ছা মোল্লা এবং বাপ্পা রপ্তানকে জলদস্যুরা আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি করে। সুন্দরবন কোস্টাল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এমনকি মৎস্যজীবী সমিতিগুলির পক্ষ থেকে বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন এবং বিডিওএফ মেরিন দফতরকে জানায়। এদিকে জলদস্যুরা ৩ মৎস্যজীবীকে অপহরণ করে সুন্দরবনের রাজাখালি দ্বীপে লুকিয়ে রাখে বলে জানা যায়। এদিন সকালে সামশেরনগর এলাকার নদীর পাড় থেকে ৩ জন অপহরণ মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে কোস্টাল পুলিশ। অপহরণ মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যরা জানান মুক্তিপণ দিয়ে মৎস্যজীবীদের ছাড়ানো হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন দেড় লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে অপহরণ ৩ জন মৎস্যজীবী ছাড়া পায় জলদস্যুদের কাছ থেকে। ৪ জন মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যরা ৫০ হাজার টাকা করে জোগাড় করে খুব কষ্ট করে। মোট দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনে। গত বছর ১২ জন মৎস্যজীবীকে অপহরণ করেছিল জলদস্যুরা। একজন মৎস্যজীবীকে ৩০ হাজার টাকা করে দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিল তাদের পরিবারের সদস্যরা। মোট ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা দিতে হয়েছিল। জেলার পুলিশ সুপার প্রধান ত্রিপাঠী বলেন অপহরণ ৩ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহানগরে

'নোটা'হীন পুরভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও আসন্ন একটি পুরভোটে একটি পুরনিগম ও ৯১টি পুরসভা ভোটে নয়া ব্যবহৃত 'ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে' (ই ভি এম) 'নান অফ দ্য অ্যাবাভ' (নোটা) বোতামের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না বলে রডন স্ট্রিট স্থিত 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন আয়োগ' সূত্রে জানানো হয়েছে।

কলকাতায় প্রার্থীর তথ্য সমূহ উল্লেখ করা হল

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পুর নিগম আইন (১৯৮০) অনুযায়ী সপ্তম পুর বোর্ড নির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা গত ২০১০–এর পুর নির্বাচনের তুলনায় ৩২ জন বেড়ে এবার মোট প্রার্থী লড়ছেন ১০৭৬ জন। তৃণমূল প্রার্থীর সংখ্যা ১৪৪, জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থীর সংখ্যা ১৪৩, বিজেপি প্রার্থীর সংখ্যা ১৪২, নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা ৪৮৪ এবং অন্যান্য ৫৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত ২০১০–এর ১৪১টি ওয়ার্ড এবার ২০১৫–এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৪টিতে। এবার সবচেয়ে বেশি প্রার্থী রয়েছে উত্তর কলকাতার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ১৬ জন। এর মধ্যে নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা ১২ জন। গত বার সবচেয়ে বেশি প্রার্থী ছিল তিনটি ওয়ার্ডে। ওয়ার্ড নম্বর ২৯, ৪৬ ও ৫৪। মোট প্রার্থী ছিল ১৪ জন করে। ২৯ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী ছিল ন'জন করে আর ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী ছিল ১০ জন। এবার সবচেয়ে কম মাত্র চার জন করে প্রার্থী রয়েছেন কলকাতার চারটি ওয়ার্ডে। সেগুলি হল : ৮৬, ৮৭, পূর্ব বেহালার ১১৭ এবং পশ্চিম বেহালার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে। গতবার সবচেয়ে কম মাত্র দু'জন প্রার্থী ছিল কলকাতার পশ্চিম বেহালার ওই ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে। গতবার মাত্র তিন জন করে প্রার্থী ছিল কলকাতার চারটি ৮৭, ৯৮, ১৩৫ ও ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে। কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডে এবার প্রার্থীর সংখ্যা পাঁচ জন । এক জন নির্দল। আর গতবার প্রার্থী ছিল চার জন। নির্দল ওই একজনই। গতবার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি আই (এম) প্রার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবধান রেখেছিলেন ৫,২৭৪ টি ভোট। আর এবার ব্যবধান কতটা বাড়ান সেটা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত।

সারাদিন ব্যাপি আলোচনামূলক অনুষ্ঠান

দিপা কর্মকার

গত ১১ই এপ্রিল ভারত সভা হলে সারাদিন ব্যাপি একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার তিনটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় ছিল ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণ ও মানব শরীরে তার প্রভাব। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভারত সভার সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ নাথ ভাদুড়ি, ভারত সভার সভাপতি অধ্যাপক সত্যব্রত চৌধুরী, ড: সুবীর কুমার দত্ত, ড: শঙ্কর কুমার নাথ, ও ড: প্রকাশ মল্লিক।মাননীয় অতিথিদের বরণের পর মূল আলোচনা সভা শুরু হয়।সুবীর বাবু আমাদের পরিবেশে থাকা বিভিন্ন ধরনের দূষণ ও তার ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান who দ্বারা চিহ্নিত ভারতে ১০০ টি শহর রয়েছে যেখান থেকে সরাসরি শহরের যাবতীয় আবর্জনা গঙ্গায় গিয়ে মিশছে এমনকি সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয় এখন আবর্জনার স্তুপ হয়ে গিয়েছে। আর সবচেয়ে দু:খের বিষয় দূষণ নগরী হিসাবে আমাদের কল্লোলীনি কলকাতার স্থান প্রথম সারিতে। ড: শঙ্কর কুমার নাথ জানান আমাদের চারিপাশে প্রকৃতি এত ভয়ঙ্কর রকমভাবে দূষিত যে আমরা কোনও কোনও না ভাবে দুরারোগ্য যেমন ক্যান্সারের মতো মারণরোগের সম্মুখীন হচ্ছি, তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জানান প্রকৃতি থেকে কি কি উপায় ক্যানসারের বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, ও তার পাশাপাশি ক্যান্সার নিরাময়ের উপায়ও বলে দেন।৭০–৭৫%

ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব,কিন্তু আমাদের উচিত ক্যান্সার হওয়ার আগেই তাকে কড়া হাতে দমন করা বললেন শঙ্কর বাবু। তিনি কয়েকটি উপায়ের কথা তুলে ধরে যেমন তামাক জাতীয় পদার্থ সেবনে, UV রশ্মির প্রকোপে, হরমোন জনিত কারণে, প্রকৃতি থেকে আগত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস আর সঠিক খাদ্য নির্বাচনের অভাবে প্রমুখ প্রকৃতি থেকে সরাসরি আমাদের দেহে ক্যান্সারের জীবাণু প্রবেশ করে।

এরপর নতুন আলোচনা বিষয় নিয়ে সভার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। বিষয় বিশ্বের অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান।মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন মাননীয় অতিথি রবীন মন্ডল,অধ্যাপক কল্যাণ চক্রবর্তী,সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ বিশ্ব জুড়ে গ্লোবালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশনের দৌলতে ভারতের অবস্থান খুব শোচনীয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তার উপর বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে জানালেন সুস্বাগতবাবু। তিনি তার বক্তব্যে একটি ভয়ঙ্কর তথ্য তুলে ধরেন যে পশ্চিমবঙ্গে ইতিবাচক কোনো ভূমিসংস্কার হয় নি, আর কৃষির অবস্থা এতটাই মারাত্মক যে কৃষকেরা মৃত্যুর পথে হাটতে বাধ্য হচ্ছে।

এরপর বাণিজ্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও মিডিয়ার মধ্যে আন্তসম্পর্ক ও সমাজে এদের প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন ড: হরপ্রসাদ সমাদ্দার,আধ্যাপক বিশ্বনাথ মাঝি, শশধর মজুমদার। অবশেষে সভাপতি সত্যব্রত চৌধুরীর বিদায়ী সম্ভাষণ ও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে এই দীর্ঘ আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

রাজ্য ৭৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ মে ২০১১ থেকে গত প্রায় চার বছরের শাসনকালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার বাজার থেকে মোট ঋণ নিল প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা। সূত্রের খবর, এ পর্যন্ত শেষ বার গত ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খোলা বাজার থেকে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয়। একরকম নিয়ম করে বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার ফলে শেষ অর্থবর্ষে তৃণমূল সরকার বাজার থেকে মোট ঋণ নেয় ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। প্রসঙ্গত, চলতি ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে খোলা বাজার থেকে আনুমানিক ২৪ হাজার কোটি টাকারও অধিক ঋণ নেওয়ার সুযোগ থাকবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, একদিকে বিবিধ খাতে লাগাম ছাড়া ব্যয়, অন্যদিকে রাজ্য কর্মীদের মাসিক বেতন দিতে সরকারের নাজেহাল অবস্থা। প্রধানত, সেই বিপুল ব্যয়ভার সামাল দিতেই ফের রাজ্য সরকারকে খোলা বাজার থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে বলে আধিকারিকদের একাংশ মনে করেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১৮ এপ্রিল – ২৪ এপ্রিল, ২০১৫

‘..এ কেমন অরি’

রামায়নের সেই বিখ্যাত উক্তি ‘মরিয়াও মরে না এ কেমন অরি’ আজ ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্তর্ধান এবং পরবর্তীকালে ভারতে অবস্থান সম্পর্কে নানা তথ্য উঠে এসেছে। প্রায় ১৬ বার নেতাজির ‘মৃত্যু’ হয়েছে এমন ‘তথ্য’ গণমাধ্যমে কৌশলে সম্প্রচারিত হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। ব্রিটিশের পয়লা নম্বর শত্রু ছিলেন সুভাষ চন্দ্র। দেখা মাত্র যাতে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয় এমন নির্দেশ ছিল কুখ্যাত স্কট ল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের ওপর। ভারতবর্ষের আর কোনও জাতীয় নেতার প্রতি ব্রিটিশ এত বর্বর নির্দেশ দেয়নি। ভারতবর্ষে নানা সাজানো কমিটি–কমিশন হয়েছে শুধুমাত্র নেতাজির তথাকথিত চিতাভস্ম তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে।

মহাকালের কালচক্রে মিথ্যাকে চিরকাল সত্য বলে চালানো যায় না। ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে নানা প্রদেশে নেতাজি সম্পর্কে সত্য প্রকাশের দাবি উঠেছে। দিল্লিতে আজ পরিবর্তনের সরকার। তাদের ভোটপূর্ব প্রতিশ্রুতি ছিল নেতাজি সম্পর্কে কোনও তথ্য গোপন রাখবে না। কমন ওয়েলথ–এর দাসত্ব তিলক থাকায় বর্তমান শাসক সম্প্রদায় অবশিষ্ট গোপনীয় ফাইলগুলি প্রকাশ করতে শঙ্কিত। বিদেশি সম্পর্ক নষ্ট কিংবা মহাজনদের মুখোশ খুলে যাওয়ার আশঙ্কায় আজ তারা সম্পূর্ণভাবে নেতাজি ফাইল প্রকাশ করতে ব্যর্থ। হিমশৈলের চূড়ার মতো মাত্র কয়েকটি গোপনীয় ফাইলের প্রকাশ ঘটায় আসমুদ্র হিমাচল তোলপাড় হয়ে গিয়েছে। আরও কত কীর্তি কেলেঙ্কারি গভীর গোপনে সরকারি নিরাপত্তায় সংরক্ষণ চলছে। সারা দেশ জুড়েই নেতাজি সম্পর্কে এক চেতনার ঝড় উঠেছে। দল মত নির্বিশেষে ওই ঝড়কে সাইক্লোনে পরিণত করা জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী মোদি নির্দেশ দিয়েছেন দেশের ‘র’, সিবিআই, আইবি প্রমুখ সংস্থার সদস্যদের নিয়ে নেতাজির গোপনীয় ফাইল সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে। উল্লেখ্য, বিগত শাসকবর্গ এমনভাবেই সত্য প্রকাশে বিলম্ব ঘটাতে কমিটি–কমিশন গড়ে দিতেন। জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সম্পর্কে যে ‘সিট’ গড়ে দিলেন তা দেশের মানুষের কাছে সত্য গোপনের কৌশল নয় তো? কারণ, ওই কমিটিতে সিভিল সোসাইটির মানুষজনদের স্থান নেই। গবেষক, ঐতিহাসিক, আইনজ্ঞ মানুষজনের বড় প্রয়োজন ছিল এমন ধরনের কমিটিতে। তথ্য ধ্বংস করা, নেতাজি ফাইলের বহু পাতা ‘হারিয়ে যাওয়া’, এমনকি নেতাজি সম্পর্কে সত্য সাক্ষী দেওয়ার ‘অপরাধে’ ব্যক্তি হত্যা পর্যন্ত ঘটেছে। যদি প্রধানমন্ত্রীর প্রকৃত সদিচ্ছা থাকে, কোনও বিশেষ রাজনৈতিক কৌশল কাজ না করে তাহলে তিনি ইতিহাস গড়ে যেতে পারেন। ব্রিটিশ লিখিত ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট মান্য করা কি এক্ষেত্রে খুব জরুরি। সমস্ত ফাইলের অবিলম্বে অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশের অপেক্ষায় আছে ভারতবাসী। নির্বাচিত ফাইল নয়, কমিটি–কমিশনের ধোঁকা নয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিচারকদের নিয়ে অসম্পূর্ণ নেতাজি তদন্ত কমিশন সম্পূর্ণ করার দায় মোদি সরকারের।

অমৃত কথা

৫২৮ পরমহংসদেব আপন ভক্তদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে জিজ্ঞেস করতেন, ‘এখনকার কিছু স্বপ্ন–টপ্ন দেখো?’ এবং যদি কেউ উত্তরে দেবদেবীর স্বপ্ন দেখার কথা কিছু বলতো, তখন তিনি বলতেন, ‘বেশ! বেশ! ওসব দেখা ভালো, কিন্তু ওসব কথা কারও কাছে প্রকাশ কোর না।’

৫২৯ পরমহংসদেব আপন ভক্তদের মধ্যে কোনো কোনো ভক্তকে বলে দিয়েছিলেন যে, ‘শ্রাদ্ধ বাড়ি ও যজমান বামুনের বাড়ি কখনও আহার কোর না।’

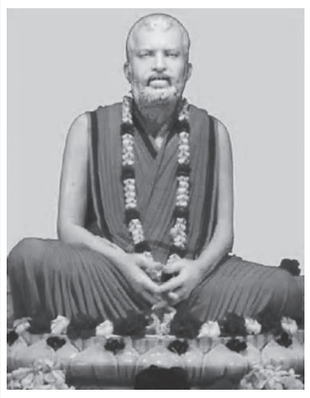

৫৩০ অমৃতকুণ্ডে যে কোনো প্রকারে পড়তে পারলেই অমর হওয়া যায়। সেই রকম ভগবানের নাম যে কোনো প্রকারে নিলেই তার ফল হবেই হবে।

৫৩১ পরমহংসদেব মাঝে মাঝে ‘চৈতন্য চৈতন্য’ শব্দ উচ্চারণ করতেন। একজন কয়েকবার তাঁকে ‘চৈতন্য চৈতন্য’ বলতে শুনে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ‘চৈতন্য চৈতন্য বলে কাকে স্মরণ করছিলেন?’ তিনি বললেন, ‘যে চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য, আমি সেই চৈতন্যকে স্মরণ করছিলুম।’

৫৩২ কাক ভারি বুদ্ধিমান, তার উড়ুং আছে, পুড়ুং আছে, চুড়ুং আছে, কিন্তু গু খেয়ে মরে। অতি বুদ্ধির বা পাটোয়ারী বুদ্ধিরও ওই দশা।

৫৩৩ বাসনার লেশ থাকতে ঈশ্বর দর্শন হয় না, অতএব ছোট ছোট বাসনাগুলো পূরণ করে নেবে এবং বড় বড় বাসনাগুলো বিচার করে ত্যাগ করবে।

৫৩৪ শক্তি না থাকলে শুধু শিবে কাজ হয় না। যেমন শুধু মাটিতে কোনো গড়ন হয় না, জল চাই তবে গড়ন হয়।

৫৩৫ ‘শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও অর্জ্জুনাদি ঐতিহাসিক সত্য নয়, কেবল রূপক বর্ণনা মাত্র ও শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা কেবল আধ্যাত্মিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে’, এ মতের তিনি সমর্থন করতেন না।

৫৩৬ সাধুর কাছে ও দেবতার কাছে শুধু হাতে যেতে নেই, কিছু না হলে একটা হরিতকীও হাতে করে যেতে হয়।

৫৩৭ দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির দেবালয়ের মা কালী সম্বন্ধে পরমহংসদেব বলতেন, ‘মা খান দান কালীঘাটে বিশ্রাম করেন এখানে এসে।’

ফেসবুক বার্তা

১৯৪০ সালের বালিগঞ্জ ষ্টেশন...

ভূমি সংস্কারে উদাসীনতাই দলিত দলনের কারণ

পর্ব ২০

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের দলিত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন ভূমি সংস্কার। ২০১৩ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে পড়ে থাকা জমি দখল বিল পাশ করতে বিজেপি যতটা সক্রিয় ততটা কিন্তু ভূমিসংস্কারের উদ্যোগ নেই বললেই চলে। অথচ ভারত ভূমি সংস্কার সার্বিকভাবে রূপায়ণ অত্যন্ত জরুরি। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ন্যায় ভূমি সংস্কার বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় হলেও জাতীয় স্বার্থে সর্বদলীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিটি রাজ্যে ভূমিসংস্কার আইন বাধ্যতা মূলকভাবে রূপায়িত হলে প্রান্তিক ভূমিহীন কৃষক শুধু লাভবান হবে না, দলিত সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব পর হবে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় অর্থনীতিতে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা তথা বিশিষ্ট ফলিত পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশের পরিকল্পনায় যে নেহেরুবাদী অর্থনীতির মডেল নেওয়া হয়েছিল, শিল্পায়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে জনকল্যাণধর্মী ভারত নির্মাণে তৎপরতার ফলে ভূমিসংস্কার প্রায় উপেক্ষিত থেকে যায়। জওহরলাল নেহেরু অবশ্য ভূমিসংস্কারের স্বার্থে জমিদারী প্রথা বিলোপ, সমবায়মূলক কৃষি এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছিলেন। বাস্তবে দেখা গেল, জমিদারি প্রথার বিলোপ হবার পর নতুন জমিদারি ব্যবস্থা চলে এল। কংগ্রেসী জমিদারি। কংগ্রেসের নিজের স্ত্রী পুত্র থেকে শুরু করে বাড়ির ‘সারমেয়’–র নামেও জমি কিনেছে। যাদের ভূমিসংস্কারের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই সব প্রান্তজ অন্তজ দলিতরা কিন্তু জমির মালিকানা পায় নি। তাদের ক্ষেত মজুর হয়ে কংগ্রেসী সামন্ত প্রভুরা দাস হিসাবে কাজ করতে হয়। নেহেরু মৃত্যুর কয়েক মাস আগে আক্ষেপ করে বলেছিলেন ভূমিসংস্কারের তিনি সফল হয়নি। ফল স্বরূপ ভারতে কোন রাজ্যেই দলিত হরিজনরা নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উচ্চবর্ণের আক্রোশ অত্যাচার সহ্যর ঐতিহ্য নিয়ে তারা বেঁচে আছে। গ্রামের উচ্চ মধ্যবিত্তরা তাদের জমি কেড়ে নিয়েছে। দলিত বাধা দিতে গেলে তার প্রাণ গিয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে এবং দক্ষিণাঞ্চলে ‘প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় সংবিধানিক শাসন শুরু হবার সময় থেকে ৫০ হাজারের বেশি দলিত বিভিন্ন রাজ্যে মারা গিয়েছে। ৯০–এর দশক থেকে নকশালপন্থী সংবিধানের দ্বারা তারা সচেতন হতে শুরু করে। বিহার অন্ধ্রপ্রদেশের মতন রাজ্যে ‘মার কা বদলা মার’ সংঘর্ষে জমির মালিক, পুলিশ প্রশাসনের লোকেরা নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। নেহেরু পরবর্তী সময়ে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জয় জওয়ান জয় কিষাণ’ এবং ইন্দিরা গান্ধির গরিবি হটাও কর্মসূচি থেকে দলিতরা লাভবান হয়েছে বলে ভারতের সামাজিক উন্নয়নের পরিসংখ্যান দাবি করে না। দেশের ৭৫% দলিত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। ভারতে ভূমিসংস্কারকে সঠিক ভাবে রূপায়িত করা গেলে দলিতদের এই দৈহিক মানসিক যন্ত্রণাকে মুক্তি দেওয়া যেত। চিনে ১৯৪৯ সালে গণবিপ্লবের পর ৪২% জমি গরিব মানুষের মধ্যে বন্টন করা হয়। জাপানে ৩২% দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩৩% তাইওয়ানে ৩৮% জমি এমনকি পাকিস্তানে ১৯৭২ সালে ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন করে গরিব কৃষকদের জমি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। ভূদান আন্দোলনের সময় ৪.৩ মিলিয়ান একর জমি বিত্তবান জমির মালিকের কাছে থেকে অধিগ্রহণ আচার্য বিনোবা ভাবের সক্রিয়তায় সম্ভব হয়। কিন্তু মাত্র ১.৩ মিলিয়ান একর জমি গরিব ও দলিতদের মধ্যে বন্টন করা হয়। সবুজ বিপ্লব পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশে জাঠ–ঠাকুরদের জমির মালিকানা বৃদ্ধি করলেও দলিতদের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় নি। পাঞ্জাব–হরিয়ানায় যারা পঞ্চায়েত বসিয়ে জমি দলিতদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিংহ ২০০৯ সালে তার এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন যে দলিতদের ওপর অত্যাচারে পাঞ্জাবে দেশের পঞ্চম স্থানে রয়েছে। গত কয়েক বছরে ৫০০–র বেশি দলিত অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে পাঞ্জাবে। অতি সম্প্রতি পাঞ্জাবের হোশিয়ারীপুরে সন্দীপ কাউর এবং খুসবু দুই দলিত যুবক যুবতী ভালোবেসে বিয়ে করার অপরাধে প্রকাশ্যে প্রতিবেশীরা খুন করে।

পাঞ্জাবে ৩২% দলিত বসবাস করে কিন্তু জমির মালিক ২.৫৪%। উচ্চবর্ণের জমিতে ক্ষেত মজুরের কাজ করতে হয়। মজুরি বৃদ্ধি দাবি করলে তাদের ওপর নেমে আসে পাশবিক অত্যাচার। দলিতদের জমি নিলাম ডেকে সস্তায় জাঠরা কিনে নেয়। তাদের জমিতে সেচের জল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ রয়েছে। সবুজ বিপ্লব দেশের বিত্তবান কৃষকদের কৃষি বাজারের দ্বারা লাভবান করলেও ভূমিহীন দলিতদের ওপর বৈষম্য অত্যাচারের মাত্রা, শোষণ বঞ্চনাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ২০০৬ সালের ঘটনা। দলিত নেতা বন্ত সিং ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের বামপন্থী সংগঠন মুক্তি মোর্চার ছত্রছায়ায় আন্দোলন সংগঠিত করে। তখন এদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলাটা ছিল অপরাধ। জাঠেরা প্রথমে স্থানীয় যুবকদের দিয়ে তাঁর বড় মেয়েকে ধর্ষণ করায় ২০০২ সালে। ফ্রন্টলাইন পত্রিকার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় পাঞ্জাবের মনসা

জেলায় বন্ত সিং ন্যায় বিচারের জন্য প্রথমে পঞ্চায়েতের কাছে অভিযোগ করে। কিন্তু পঞ্চায়েত ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন আইনের সুরক্ষা দেয় নি। স্থানীয় পুলিশ ১০ লক্ষ টাকার এবং সোনা ও মেয়ের বিয়ের জন্য স্কুটার দেবার প্রলোভন দেখিয়ে বিষয়টাকে ধামাচাপা দেবার কথা বলে। বন্ত সিং রাজি না হয়ে জেলা আদালতে ফৌজদারি মামলা করে। ২০০৪ সালে তিন জাঠ যুবককে দোষী সাবস্ত করে। এই মামলার পর থেকে বন্ত সিং–এর পরিবারের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। তাঁর হাত পা ভেঙে দেওয়া হয়। ২০০০ সাল থেকে ২০১৪র পরিসংখ্যান অনুযায়ী দীর্ঘ ১৫ বছরে ১০০ বেশি দলিত জাঠ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের বেওনেটের গুলিতে অথবা তরোয়ালের আঘাতে নিহত হয়েছে। প্রতি বছরে গড়ে ৩০ জন দলিত মহিলা ধর্ষিত হয়।

২০০২ সালের ১৫ই অক্টোবর। হরিয়ানার গ্রাম ঝাঝার। কয়েকজন দলিতে উচ্চবর্ণের জাত এমন মার মারে যে তারা মারা যায়। অভিযোগ মৃত গরুর চামড়া নিয়ে দলিতরা ব্যবসা করে। বর্ণ হিন্দুদের কাছে গো মাতা ভগবতী। তার চামড়া দিয়ে ব্যবসা? কখনোই নয়। অতএব এমন মার মারো যাতে ছোট জাতের লোকেরা শিক্ষা পায়। পুলিশ অপরাধীদের ধরলেও উচ্চবর্ণের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ২০১১ সালে হরিয়ানার মির্চাপুরের ঘটনা। জাঠ জমিদার পুত্র রাজেন্দ্রর পালি নেশাগ্রস্ত হয়ে বাল্মীকি পল্লীর মধ্য দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাবার সময় কুকুর চিৎকার করে তাড়া করে। এটাই অপরাধ। স্থানীয় পুলিশের কাছে প্রাথমিক রিপোর্ট ১৬৬ নং ফাইলে বলা হয় এই ঘটনার থেকে সংঘর্ষ এবং ১৭ বছরের দলিত যুবক সুমন ও তাঁর বাবা তারা চাঁদ (৬০)কে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। কয়েকশো দলিতের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ২০১১ সালে হরিয়ানার প্রত্যন্ত গ্রামে জল পিপাসার কারণে উচ্চবর্ণের জলের জার থেকে জল খাওয়ার অপরাধে কুপিয়ে দলিত রাজেশকে খুন করে উচ্চবর্ণের পাপু। হরিয়ানার দলিতরা জাঠ ও রাজপুতদের অত্যাচারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মাওবাদী সংগঠনের সাহায্যে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্রিয়। যারা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আইনগতভাবে অবৈধ হলেও পাঞ্জাব হরিয়ানায় উচ্চবর্ণের যারা পঞ্চায়েতের নির্দেশই শেষ কথা। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা গুরুত্বহীন। দলিতরা বাঁচার জন্য মাওবাদী জঙ্গি কৌশলকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ন্যাশান্যাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে গত ১৫ বছরে এক হাজারের বেশি দলিত মহিলা ধর্ষিত হয়েছে। ১০০র বেশি দলিত উচ্চবর্ণের হিংসার রোষে বলি হয়েছে। হরিয়ানার পাশে হিমাচল প্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডে দলিতদের ওপর অত্যাচার খুন, ধর্ষণ কম হলেও সামাজিক বয়কট বৈষম্য অবশ্যই রয়েছে। ২০১০ সালে শিমলায় চৌপল তহশিলে এক দলিত কিশোর ঠাকুর জাতের এক কিশোরীর সাথে কথা বলার অপরাধে তাকে খুন করা হয়।

জাতপাতের রাজনীতিতে বিহারের পর উত্তরপ্রদেশের স্থান। ২০০১ সালে চম্বল কী রাণী ফুলন দেবীকে উচ্চজাতের হাতে খুন হতে হয়। ২০১৪ সালে মুজাফর নগরের দাঙ্গার পাঁচ মাস বাদে বুলান্দসাহার জেলায় উচ্চবর্ণ ঠাকুর জাতের একদল যুবক এক দলিত কিশোরীকে শ্লীলতাহানি করতে গেলে মেয়েটি কোন ক্রমে পালিয়ে গিয়ে গ্রামে এক দলিতের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। যা তেকে ঠাকুরদের সাথে স্থানীয় জাতভা নামক দলিতদের সংঘর্ষ শুরু হয়। একজন দলিত ও তিনজন ঠাকুর সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক মারা যায়। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে কংগ্রেস বিজেপি বহুজন সমাজবাদী পার্টি সমাজবাদী পাটিসহ প্রতিটি দল জাতপাতের রাজনীতিতে অভিযুক্ত। বহুজন সমাজ পার্টির স্লোগান ছিল ‘ব্রাহ্মণ–ক্ষত্রিয়–ভূমিহার জুতা মারো চার।’ সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো এই কলরবে ক্ষমতায় এলেও গ্রামের প্রান্তিক দলিতদের কোনরূপ উন্নতি হয়নি। দীর্ঘ এক দশক ধরে এক দল ক্ষমতায় থাকলেও প্রতিদিন গড়ে ৫ জন দলিতকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। দলিতদের উন্নয়নের টাকায় কুমারী মায়াবতীর ২ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের নেকলেস তৈরি হয়েছে। বিপুল অর্থ খরচ করে অবিসংবাদিত দলিত জন্মদিন পালন করা হয়েছে। কিন্তু দলিত সামাজিক–অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে বঞ্চিতই রয়েছে। এই কারণে ইউপির দলিতরা বহুজন সমাজ পার্টি লোকসভার ২০১৪র নির্বাচনে ৮০টি আসনের একটিতে জয়ী করে নি।

মায়াবতীর সময়ে দলিতদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হয় নি। উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে ৩৫.১ মিলিয়ান দলিত বসবাস করে। ভারতে সবচেয়ে বেশি দলিত জনসংখ্যার রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। ২০০৯ সালে মায়াবতী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে ক্রাই রেকর্ড রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৩,৫৯৪টি দলিত নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। ৬২৪ জন খুন হয়। যাদের মধ্যে ২৩৫ জন ছিল দলিত, মায়াবতীর গণদেবতা! ১,৩৪৬ জন দলিত মহিলা ধর্ষিত হয়।

১৯৫৫ সালে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন প্রণয়নের সময় রাজ্যসভায় যে বিতর্ক হয়েছিল, সেই বিতর্কে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সংসদ সদস্য তথা সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেছিলেন, সর্বত্রই নিচু জাতের ওপর অত্যাচার খুনের যে ঘটনা ঘটে তার জন্য দায়ী উচ্চবর্ণের ওপর নিম্নবর্ণের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর অথবা মেথর ডোমেদের জীবনকে দুর্বিষহ করেছে। শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করে অথবা বিচার ব্যবস্থার ধারা শাস্তি বিধান করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। প্রয়োজন দলিত ক্ষেত মজুরদের জমির ওপর অধিকার নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। তাহলে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই সার্থক হবে। (২রা মে ১৯৫৫) কেন্দ্র এবং রাজ্যে জাতীয় এবং আঞ্চলিক কোন দলই এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্তরিকতা দেখায় নি। অতএব দলিত তুমি বেঁচে থাকো জঠোরের আগুন জ্বালিয়ে হাড় কঙ্কাল সার দেহে অথবা চুল্লু খেয়ে।

বাম জমানার ‘ক্ষত’ এখন ক্যান্সারে পরিণত হচ্ছে

নির্মল গোস্বামী

তিন বছরের ছেলের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে পুরসভায় প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করিয়েছে। অভিযোগ বিরোধী শিবিরের। অভিযোগের তির শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। চিরাচরিত পূর্বজ শাসকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তৃণমূল দল তা অস্বীকার করেছে। শাসকদল যে স্বীকার করবে না তা জানা কথা। যে তিনটি পুরসভা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছে সেই সব এলাকা থেকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের ভূরিভূরি অভিযোগ আসছে। সর্বত্রই একই অভিযোগ এবং একইভাবে অস্বীকার। গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষদের কিন্তু সরকারি দলের কথা বিন্দু মাত্র বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার সরকারের হাতে। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে ওই সব বিরোধী দলের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই তাহলে কারা তাদের ভয় দেখিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করাচ্ছে সেটা খুঁজে বের করে তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত সরকারের। কারণ তারা তৃণমূল সরকারকে কালিমালিপ্ত করার বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে সামিল। রাজ্যে গণতন্ত্র নেই এটা মারাত্মক অপরাধ। সংবিধান বিরোধী কাজ। সরকার ইমাম ভাতা দিয়ে সংখ্যালঘু ভোট কিংবা ক্লাবে ক্লাবে লাখ লাখ টাকা অনুদান দিয়ে সাধারণ ভোট কেনার রাজনীতি করতে পারে সেটা সরকারের সাংবিধানিক অধিকার। যদিও ইমাম ভাতাকে হাইকোর্ট অসাংবিধানিক বলেছে। কিন্তু তবুও তাঁর টাকা রামকে দেবে না শ্যামকে দেবে তা একান্ত তাঁরই ব্যাপার। কিন্তু একটা সরকার নাগরিকের ভোটে দাঁড়াবার অধিকার বা ভোট দেবার অধিকারকে খর্ব করা মানে মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। এতো বড় বদনাম প্রকাশ্যে কোনও সরকারই মাথায় নিতে চায় না। অথচ তৃণমূল পরিচালিত সরকার শুধুমাত্র ঘটনার দায় অস্বীকার করেই হাত ধুয়ে ফেলল। যদি উক্ত কাজ তারা না করে থাকে তবে করল কারা তার তদন্ত করা তো এই সরকারেরই কাজ। এটা তো খুব জটিল যুক্তি নয়। চুরি হয়েছে তো চোর নিশ্চয়ই একজন আছে। যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, যে মদন মিত্র চোর নয়। সিবিআই ইচ্ছা করে ফাঁসিয়েছে। কিন্তু এটা তো খুব সহজ প্রশ্ন যে একবছর ধরে সিবিআই তদন্ত করল। মদন, মুকুল চোর নয়। তাহলে আসল চোর কে সেটা ধরে তো বলতে হবে যে মদন, মুকুল নয়, বুদ্ধ, বিমান আসল চোর। নাকি কেউ চোর নয় শুধু কুণাল, দেবযানী, আর সুদীপ্ত তিনজনে মিলে ২০০০ কোটি টাকা খেয়ে ফেলেছে? সেটা না বলে শুধু সিবিআই ষড়যন্ত্র করছে বলে ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে। সরকারের এ যুক্তিও কিন্তু মানুষ খাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হল যে তৃণমূল দলের কর্মী সমর্থক দরদী সকলেই কি অসৎ? সকলেই কি চায় যে রাজ্যটা তালিবানী কায়দায় চলুক। তা কিন্তু নয়। তবুও তৃণমূল নেতৃত্ব এইরকম অগণতান্ত্রিক কাজ করতে সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে? কি সেই যুক্তি যা নির্বিচারে তাদের ভোটাররা সব মেনে নিয়ে তাদেরই জয়ী করাচ্ছে। গ্রামে গঞ্জে কর্মী সমর্থকদের তারা বোঝাচ্ছে যে তারা নতুন কিছুই করছে না। শুধু মাত্র পূর্বতন সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে মাত্র।

আমাদের সমাজে যদি কোনও ঘটনার পূর্ব উদাহরণ থাকে তাহলে সেই ঘটনা দ্বারা আমরা তেমন ভাবে আর আলোড়িত হই না। এটা যে কোনও সমাজের মানসিক সেট আপ। পূর্ব ঘটনার নিরিখে আমরা বর্তমানকে মেনে নিই। এ ক্ষেত্রে কোর্টের বিচার পদ্ধতির উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। যদি কোনও মামলা এমন জটিল হয় যে প্রচলিত নির্দিষ্ট কোনও ধারায় তাকে ফেলা যাচ্ছে না। তখন বড় রকম কেসে পূর্ব কোনও বিচারক দেশের যে কোনও কোর্ট যদি কোনও রায় দিয়ে থাকে তাহলে তার উদাহরণ টেনে বর্তমান বিচারক সেই কেসে একই রায় দিতে পারেন এবং সেটা সব আদালতে গ্রাহ্য হয়। অর্থাৎ পূর্ব

তৃণমূল সুপ্রিমো এই জায়গাটাই পাকড়েছেন সময় মতো। পূর্বতন সরকার যা যা করেছে মমতা সরকার তাই তাই করছে। একথা ঠিক যে ৩৪ বছরের তুলনায় ৪ বছরে সংখ্যার বিচারে অনেক বেশি ঘটছে কিন্তু ঘটনার গুণগত পার্থক্য নেই। তাই তৃণমূলের সমর্থক দরদীরা সব কিছুকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছে

ঘটনার মান্যতা দেওয়াই বৈধ।

তৃণমূল সুপ্রিমো এই জায়গাটাই পাকড়েছেন সময় মতো। পূর্বতন সরকার যা যা করেছে মমতা সরকার তাই তাই করছে। একথা ঠিক যে ৩৪ বছরের তুলনায় ৪ বছরে সংখ্যার বিচারে অনেক বেশি ঘটছে কিন্তু ঘটনার গুণগত পার্থক্য নেই। তাই তৃণমূলের সমর্থক দরদীরা সব কিছুকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছে। এই যে পূর্ব উদাহরণ। সাধারণ মানুষ বা বিরোধী দলের লোকজন গেল গেল রব তুললে কি হবে। যাঁরা ভোট এনে দেন যাঁরা মিটিং মিছিলে দিদির হয়ে গলা ফাটান তাঁরা যতদিন ঠিক আছে ততদিন মমতার কিস্যু আসে যায় না।

আর কর্মী সমর্থকদের স্বার্থ! তারা এলাকায় এলাকায় রাজ করবে, করে কম্মে খাবে তার জন্য যদি একটু ভয়ভীতি দেখাতে হয় কিংবা বাইক মিছিল করতে হয় কিংবা কোনও হুমকি দিতে হয় তো দেবে এটা এমন কিছু অন্যায় নয়। পূর্বতন সরকারি দলও এই জিনিস করেছিল। হাতের কাছে তো টাটকা উদাহরণ। এতে দুটো কাজ হচ্ছে। এক দলের শক্তি ক্রমশ বাড়ছে। আর বিরোধীরা লড়াই করার সাহস হারাচ্ছে। জনগণ সহজে আর বিরোধী দলের হয়ে কথা বলতে ভয় পাবে। আর সব থেকে বড় কাজ হচ্ছে যে সিপিএম কি কি করেছিল তা এতো দিনে মানুষের ভুলে যাওয়ার কথা। কিন্তু মমতার সরকার চালাবার কৌশল তা ভুলতে দিচ্ছে না। এই যে ভোটের আগেই জয়। যখনই ভাবতে বসবেন তখনই পূর্বতন সরকারের কথা মনে পড়বে এই জিনিস পশ্চিমবঙ্গে তো নতুন নয়। তখনও গ্রামেগঞ্জে এরকম বহু এলাকা ভোটের আগে জয়ী হতো এবার না হয় সেই এলাকায় একটু বেড়েছে শহরাঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। মৌলিক কোনও পরিবর্তন তো হয়নি। ফলে ভালো কাজের পথ প্রদর্শক যেমন স্মরণীয় হয় এক্ষেত্রে ভোট লুটের অহিংস পথের দিশারী যারা তাদের যাতে মানুষ না ভোলে তার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেল।

তৃণমূলের যত অগণতান্ত্রিক কাজের শিকড় কিন্তু সিপিএম প্রথিত করে গিয়েছে। আমরা যারা গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ আমাদের বিবেকের ক্ষত বা ঘা যেটা বামফ্রন্ট আমলে তৈরি হয়েছিল সেটা শুকোবার জন্য আমরা মমতার মুখাপেক্ষী হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে বিবেকের ক্ষত সারাবার যে বদ্যি’র দ্বারস্থ হলাম সেই বদ্যি আমাদের ক্ষত স্থানেই আবার আঘাত করছে ফলে রোগ সারার ক্ষীণতম আশাও দূরীভূত হয়ে ক্রমশ ক্যানসারের রূপ নিচ্ছে। ফলে যন্ত্রণার উপশম নেই। একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য রাজনৈতিক দলের মসনদ দখল আর শুধুমাত্র সরকারি ক্ষমতা ভোগ করার জন্য মসনদ দখলের মধ্যে তো গুণগত পার্থক্য থাকবেই। যাদের কেবলমাত্র ক্ষমতা ভোগই মুখ্য উদ্দেশ্য তারা রাজনীতিতে দু

উন্নয়নের নিরিখে আবারও অশোকনগর দখল করতে চলেছে তৃণমূল

পুরভোটে জেতার লক্ষ্যে এগিয়ে থাকা চার তৃণমূলী মুখ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

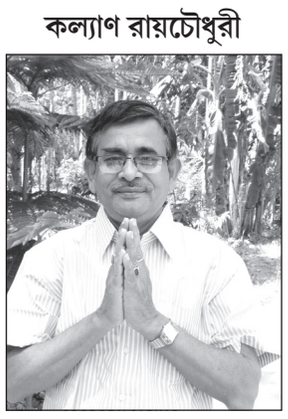

প্রবোধ সরকার

অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার উপপুরপ্রধান প্রবোধ সরকার স্থানীয় জনমানসে একটি প্রশংসিত নাম। তৃণমূল রাজনীতি করলেও পরিষবা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনীতির ঊর্ধে উঠে কাজ করেন। এজন্যে ডান বাম সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ১৯৭০ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতি করছেন। ছাত্র রাজনীতি ও পরে যুব রাজনীতি দিয়েই উঠেছেন। বর্তমানে হাবড়া শ্রী চৈতন্য কলেজ অফ কমার্সে কর্মরত। ঊনষাট বছর বয়েসেও তরুণ তুর্কি যুব নেতৃত্বের মতন কাজ করে চলেছেন। জানালেন, বানিতে রাজনৈতিক পরিবেশ না থাকলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে রাজনীতিতে আনে। বর্তমানে প্রবোধবাবু ২ নং ওয়ার্ডের তৃণমূলপ্রার্থী। ২০১০ সালে পুরনির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সেবারে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করে, উপ–পুরপ্রধান হন। ৬২৯ ভোটের ব্যবধানে সিপিএম প্রার্থীকে পরাজিত করেন। যদিও এই ওয়ার্ডটি তৃণমূল তার জন্মলগ্ন থেকেই জয়লাভ করে আসছে। ২০০৫–এ তৃণমূল মাত্র ১ ভোটের ব্যবধানে এই আসনটি জেতে।

প্রসঙ্গত ১৯৬৮–র ফেব্রুয়ারিতে অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা জন্মলাভ করে। এর আয়তন প্রায় ২০.৫ বর্গ কিমি। ২০১০ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার। জানালেন, ৪ নং ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৬০০। ভোট কেন্দ্র ৪টি। এবারে ২ নং এর প্রার্থী। এই ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ৭০০ এবং ভোট কেন্দ্র ৫টি। গত টার্ন পর্যন্ত এই পুরসভা ওয়ার্ড সংখ্যা ছিল ২২টি। এবারে ডি লিমিটেশনে ১টি ওয়ার্ড বেড়ে হয়েছে ২৩টি। পুরসভা গত উন্নয়নে প্রসঙ্গে প্রবোধবাবু জানান, প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে গড়ে ১০ থেকে ১৫টি করে পিচ রাস্তা ও ৮ থেকে ১০টি করে ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। নিকাশি করা হয়েছে প্রায় ১৫০টি। এখানে বিজ্ঞান উদ্যানে একটি তারা মণ্ডল (প্ল্যানেটোরিয়াম) নির্মাণ করা হয়েছে। এটি নির্মাণে সমগ্র ভারতে এটিই প্রথম পুরসভা বলে তিনি দাবি করেছেন। ২২ নং ওয়ার্ডে বাম আমলে বন্ধ হবার উপক্রম হওয়া একটি আদিবাসী স্কুলকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আরও জানান, ২০১০ সালে বাম পুরবোর্ড প্রায় ১৫ কোটি টাকা দেনা রেখে যায়। সেটা পরিশোধ করে আর্থিক পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা হয়েছে। তাঁর দাবি বর্তমানে পুরসভার কোনও দেনা নেই। জানালেন, ২২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪টিতে একটি করে কমিউনিটি সেন্টার তৈরি হয়েছে। ১২ নং ওয়ার্ডে তৈরি করা হয়েছে সুইমিং পুল। হাইমাস লাইট মোট ৭টি বসেছে। সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সহায়তায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে। জলের দুর্ভোগ কাটাতে প্রায় ১০টি বুস্টার পাম্প হয়েছে। প্রবোধ বাবু আরও জানান, প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মাতৃসদন নামে পুর হাসপাতালটি বাম আমলে প্রায় অচলাবস্থায় ছিল। বর্তমানে তার সংস্কার ঘটিয়ে সাধারণের পরিষেবার বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। প্রায় তিন হাজার জনকে বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়েছে। পুরসভা থেকে শীতের সময় দুঃস্থদের শীতবস্ত্র প্রদান ও বর্ষায় ভ্যান চালকদের বর্ষাতি দেওয়া হয়েছে। জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শ অনুযায়ী অশোকনগর–কল্যাণগড় পুর এলাকায় বিগত পর্বে যে উন্নয়ন যজ্ঞ সাধিত হয়েছে। তাতে সাধারণ মানুষ তৃণমূলের পাশেই থাকবে, বলে বিগত টার্মের উপপুরপ্রধান প্রবোধবাবু আশা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য গত পর্বে ৪ নং ওয়ার্ডের পুরপিতা হিসাবে তাঁর ওয়ার্ডে যে উন্নয়নের কাজ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় বলে স্থানীয় 'বন্ধুমহল' বইয়ের দোকানের কর্ণধার শংকরবাবু জানালেন। এবারে এই ওয়ার্ডটি মহিলা হওয়ায় প্রবোধবাবু ২ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী হন। এজন্য শংকরবাবু মনে করেন ওয়ার্ডবাসীরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়লেন। তবে প্রবোধ সরকারের মতে, মোট ২৩টি ওয়ার্ডের সবকটিও যদি তৃণমূল পায়, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

অনুপ রায়

এই নিয়ে পর পর চারবার অশোকনগর কল্যাণগড় পুরনির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তৃণমূল প্রার্থী অনুপ রায়। তিনি প্রার্থী ১১ নং ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডেই অনুপবাবু বিগত তিনটি টার্ম জিতেছেন। হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজে বাণিজ্য বিভাগের এই কর্মীর রাজনীতিতে প্রবেশ ১৯৮৪ সালে। সেসময় তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন। অনুপবাবুর রাজনীতির সূচনাই হয় সক্রিয়ভাবে। এই কলেজেই পড়াকালীন ছাত্ররাজনীতি দিয়ে ওঠেন। টানা ৪ বছর ছাত্রপরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ৮৬তে ব্লক যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

তৃণমূলে যোগদান ১৯৯৮তেই। পুর নির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ২০০০ সালে । সেবার সিপিএমের জোনাল সম্পাদক তথা ডাকসাইটে নেতা অনন্ত কুমার দাসকে পরাজিত করেন। বর্তমানে ১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছাড়াও অশোকনগর হাইস্কুলের সভাপতি পদে আছেন প্রায় ৭ বছর। এই ওয়ার্ডের বর্তমান ভোটার সংখ্যা ৪,৭৩২ জন। বুথ ৬টি। একটা সময়ে ওয়ার্ডটি ছিল রীতিমত অবহেলিত। অনুপবাবু আসার পর উন্নয়নে উদোগী হন। কিন্তু ২০০০ ও ২০০৫–এর পুরনির্বাচন একটা বিভীষিকা ছিল। কারণ রাজ্যে তখন ক্ষমতায় বামফ্রন্ট, আবার পুরপ্রধানও সিপিএমের। টানা ২৮ বছর বামশাসিত ছিল এই পুরসভা। ২০১১ সালের রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন হলে উন্নয়ন যজ্ঞ শুরু হয় বলে উল্লেখ করেন অনুপবাবু। বলেন, 'ওয়ার্ডের মানুষের কাছে আমি ঋণী। কারণ সম্মিলিতভাবে এলাকায় প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে।' ব্যতিক্রমী এই কাউন্সিলরের রেকর্ড আছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে শংসাপত্র পৌঁছে দেবার। জানান, বিধায়ক তহবিলের টাকায় পিএল ক্যাম্প মোড়ে হাইমাস লাইট বসানো হয়েছে। সাড়ে আট লক্ষ টাকায় গোলবাজারের সৌন্দর্যায়ন করা ও হাইমাস লাইটের অনুমোদন করা হয়েছে। এমনকি স্থানীয় কল্যাণ সমিতি ক্লাবকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। সবই অনুপ রায়ের প্রচেষ্টায় বলে সংশ্লিষ্ট সমর্থকদের দাবি। পুরপ্রধানের সহযোগিতায় এলাকায় পিচের ও ঢালাই রাস্তা নির্মাণ, কমিউনিটি হল ও দুটো পার্ক তৈরি করা হয়েছে বলে অনুপবাবু জানান, তিনি এও জানান, এলাকায় বিশেষ চাহিদা ছিল জল ও নিকাশি ব্যবস্থার। তা প্রায় ৫০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। জলের জন্য বুস্টার পাম্প বসেছে একটি। এলাকায় স্কুল রয়েছে দুটি হাই, চারটে প্রাথমিক ও তিনটি আইসিডিএস। এর সংস্কারখাতে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ৫০ হাজার টাকা পেয়েচেন। পরে আরও পাওয়া যাবে বলে জানান। বিধায়ক তহবিলের ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়গুলোকে খেলার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে। বলেন, 'বাম আমলে দশ বছরে এই ওয়ার্ডে বিধবা ও বার্ধক্য ভাতার সংখ্যা ছিল ৪৮ জন। বর্তমানে তা ২৬৭ জনে পরিণত।' জানালেন আলোর ব্যবস্থায় মানুষ ব্যাপক খুশি। লোডশেডিং প্রায় নেই বললেই চলে। বিদ্যুতায়নের পরিমাণ প্রায় ৯০ শতাংশ। স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যশিবির সহ সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিষেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী রাখা হয়েছে। এসত্ত্বেও নিয়মিত জনসংযোগ রক্ষা করা অনুপ রায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট।

শেফালি দাস

অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী শেফালি দাস। গতবার ২ নম্বর ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে প্রায় ৫০০ ভোটের ব্যবধানে সিপিএম প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়ী হন। প্রায় বছর পঁয়ত্রিশের তরুণ তুর্কি এই মহিলা সক্রিয় রাজনীতি করছেন প্রায় ১৬ বছর। হাবড়া শ্রী চৈতন্য কলেজের ছাত্রী থাকাকালীন ছাত্র রাজনীতি দিয়েই শুরু করেন। কলেজ নির্বাচনে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন সেসময়। পুর নির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ২০১০ সালে। গত টার্মে সবচেয়ে বড় কাজ করেছেন, বাম আমলের ৩৪ বছর ধরে ২ নং ওয়ার্ডটি বঞ্চিত ছিল শিশু উদ্যান থেকে। শেফালি দেবী তিনটি শিশু উদ্যান উপহার দিয়েছেন ওয়ার্ডবাসীকে। আর আর কলোনিতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার উন্নয়নের কাজ করেছেন বলে জানালেন। আরও জানালেন, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভায় রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে তিনি আছেন সর্বাগ্রে। পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকা বাজপুল। এখানে ১৫৮ নং পার্টে সিপিএম সমর্থক বেশি ছিল। কিন্তু বাম আমলে তাদের রাস্তা হয়নি। তাঁর টার্মে তিনি সেই রাস্তা করেছেন। আগে এই ওয়ার্ডে রাস্তার ব্যাপক সমস্যা ছিল। শেফালিদেবী সাংসদ তহবিলের সাক্ষে ৮ লক্ষ টাকার কয়ড়াডাঙা নেতাজী সংঘ মোড় থেকে চালতাতলা মোড় পর্যন্ত, সাড়ে চারলক্ষ টাকায় চ্যাটার্জি বাড়ি থেকে সংঘমিত্রা ক্লাব পর্যন্ত, বিধায়ক তহবিলের প্রায় সানে ৪ লক্ষ টাকায় দেবীনগর প্রাথমিক স্কুল থেকে বিপুল সাহার মোড় পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করেছেন। এছাড়া বর্তমানে পুরসভার প্রায় ৫ লক্ষ টাকায় প্রফেসরের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মিটার রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এও জানান ২ নং ওয়ার্ডে কোনও ভেপার ল্যাম্প ছিল না। তিনি প্রায় ৩০টি ভেপার ল্যাম্প লাগান। এছাড়াও ২টো হাইমাস লাইট বসতে চলেছে। প্রায় ২০০০ মিটার (দুহাজার) পানীয় জলের নতুন পাইপলাইন বসেছে। বুস্টার পাম্পের অনুমোদনও হয়েছে। কমিউনিটি হলও তৈরির পথে বলে দাবি করেন। জানান, প্রায় ৩৫০ বাড়িতে জলের হাউস কানেকশন দিয়েছেন। বাম আমলে বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা পেতেন ১০৫ জন। বর্তমানে জন অসংগঠিত শ্রমিকদের কার্ড করে দিয়েছেন। মিড ডে মিলে কাজ দিয়েছেন ১০ জনকে। পুর ভ্যান চালকের কাজ দিয়েছেন ৪ জন, বিদ্যুতে ১ জন, ট্যাক্স কালেক্টর ১ জন এবং ওয়ার্ড সুপারভাইজার পদে ১ জনকে কাজ দিয়েছেন বলে জানালেন। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করেন। ভাইস চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকারকে নিকটতম রাজনৈতিক আদর্শব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন তিনি।

তৃপ্তি দে

সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন না কোনও দিন। মূলতঃ গৃহবধূই ছিলেন তৃপ্তি দে। তবে তাঁর স্বামী প্রয়াত বিপ্লব দে ছিলেন অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট। সেই সূত্র ধরেই ২০১০ সালে তৃপ্তি দেবীর রাজনীতিতে প্রবেশ অশোকনগর–কল্যাণগড় পুর নির্বাচনে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে। দাঁড়িয়েই জয়লাভ। এবারে তিনি ৪ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী। গত টার্মে উন্নয়নমূলক কাজ প্রসঙ্গে জানালেন, প্রায় দেড় কোটি টাকার কাজ হয়েছে। শরৎনগর এলাকায় আর আর কলোনিতে কোনও পানীয় জলের পাইপ লাইন ছিল না। মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল। প্রায় ৩ হাজার মিটার পানীয় জলের পাইপলাইন বসান। এলাকায় প্রায় ৩৫টি ঢালাই রাস্তা হয়েছে। ৬টি পিচ রাস্তা হয়েছে। জলের হাউস কানেকশন হয়েছে প্রায় ৩০০। পি

এল ক্যাম্পে ৫৫টি বিদ্যুৎখুঁটি সহ গত টার্মে প্রায় ৬৫টি নতুন বিদ্যুৎ খুঁটি বসানো ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে। হাইমাস লাইট দুটো সহ প্রায় ৪০টি ত্রিফলা আলো লাগানো হয়েছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি প্রাথমিক ও দুটি হাইস্কুল আছে। প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়গুলির সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা। এছাড়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে এলাকার একমাত্র মুক্ত বিদ্যালয়টির ঘরবৃদ্ধি, উন্নয়নখাত সহ সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। বিধায়ক তহবিলের প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। আরও জানালেন, স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৮৯ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে সার্ডওয়াল। ১৯৩ পার্টে প্রফুল্লনগর শিশু উদ্যানের সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। প্রায় ৪০০ জনকে বৃদ্ধ ও বিধবাভাতা প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ৪০০ অসংগঠিত কর্মীদের কার্ড দেওয়া হয়েছে। পুরসভায় ৩ জন, মিড ডে মিলে ৮ জন ছাড়াও কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদিতে প্রায় ২৫ জন বেকার যুবক–যুবতীকে কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সংস্কৃত সংঘ শিক্ষা নিকেতনে বর্তমানে সভাপতি পদে আছেন তৃপ্তি দে। রাজনৈতিক অভিভাবক হিসেবে অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার উপপুরপ্রধান প্রবোধ সরকারের কথা উল্লেখ করেন। বলেন 'তাঁর ও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা ও স্থানীয় মানুষের মনের মণি কোঠায় স্থান করে নিতে চাই। তবে তা অবশ্যই কাজের মাধ্যমে।'

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু ১

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: বুধবার জঙ্গলে কাঁকড়া ধরার সময় বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় এক মৎস্যজীবির। মৃত মৎস্যজীবির নাম বিষ্ণুপদ মণ্ডল (৪২)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা পীরমালি ২ জঙ্গল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গোসাবায় বালি সত্য নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা বিষ্ণুপদ মণ্ডল সহ আরো ৩ জন মৎস্যজীবী গত ৭ এপ্রিল একটি নৌকা করে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যায়। পরের দিন দুপুরে পীরমালি–২ জঙ্গল এলাকায় কাঁকড়া ধরার সময় হঠাৎই জঙ্গল থেকে একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পরে মৎস্যজীবী বিষ্ণুপদ মণ্ডলের উপর। বাকি মৎস্যজীবিরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে লাঠি সোটা নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পরে। বেশ কিছুক্ষণ বাঘের সঙ্গে তাদের লড়াই হওয়ার পর বাঘ ভয় পেয়ে বিষ্ণুপদকে ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। জঙ্গলে বিষ্ণুপদ আসার সময় পথে তার মৃত্যু হয়। বন দফতর জানান বাঘের আক্রমণে এক মৎস্যজীবির মৃত্যু হয় এমন ধরনের খবর পাওয়া গেছে। তাদের কাছে কোন বৈধ কাগজ পত্র ছিল না। অবৈধভাবে মাছ ধরছিল। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চাঁপদানি পুরভোটে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লড়ছেন সিপিএমের অচিন্ত্য সুর

মলয় সুর, চন্দননগর : আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে চাঁপদানী পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এলাকায় 'শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখুন' এবং উপেক্ষার জবাব দিন ভোট বাক্সে। এই আবেদন জানিয়ে প্রচারে নেমেছেন সিপিএমের প্রার্থী অচিন্ত্য সুর। এই ওয়ার্ডেই বামফ্রন্টের টিকিটে দু'বারের কাউন্সিলার ২০০৫ সাল এবং ২০১০ সালের পুরসভা নির্বাচনে সিপিএম থেকেই জয়ী হয়েছিলেন। এবারে ও হ্যাটট্রিক করার পথে জয়ের ধারা বজায় রাখতে এগিয়ে চলেছেন। এলাকায় অচিন্ত্য বাবুর রীতিমত প্রভাব রয়েছে। তিনি চাঁপদানী পুরসভার বিরোধী নেতা। কাজেই এলাকায় তাঁর পরিচিতি নতুন নয়। কিছুদিন আগেই ভদ্রেশ্বরের ব্রেথওয়েট হেভীওয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এলাকায় প্রচুর বেকার ছেলেদের ব্রেথওয়েট কারখানায় রুজি রুটির ব্যবস্থা করে দেন। তাছাড়া মহিলাদের একটা বড় অংশ অঙ্গওয়াড়ি কেন্দ্রে ও রাত্রের শিক্ষা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। স্থানীয় শ্যামসুন্দর চিলড্রেন হাই স্কুলে হিন্দীভাষার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করেছেন। এই পুর এলাকায় ৫ বছরের কাজে সকল মানুষ খুশি। ১০ হাজার মানুষের বাস, ভোটার রয়েছে প্রায় ২৯৬৭ জন। এই ভোটারের একটা অংশ অবাঙালী বিহারী রয়েছেন। এই ওয়ার্ডে একটিই বস্তি। একানে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথক শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়ার্ডের প্রতিটি জায়গায় অফুরন্ত পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন আবর্জনা সাফাই, রাস্তার আলো থেকে নিকাশি ব্যবস্থা এই এলাকায় পুর পরিষেবার কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অচিন্ত্যবাবুর বক্তব্য সংস্কারের কাজে কোনও ফাঁক দেওয়া হয়নি, তাস মানুষ ও তাদের কাজ দেখাবে ভোট বাক্সে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। এই ১৫ নম্বর ওয়ার্ডেই ৭ বার জিতেছেন বামফ্রন্টের স্বর্গীয় প্রাক্তন চাঁপদানীর চেয়ারম্যান তথা প্রবাদ প্রতিম নেতা গোবিন্দ সরকার। তাঁর সময়ে ব্যাপক উন্নয়নমুখী কাজ হয়। এই ওয়ার্ডে সিপিএমের ভোট বৈতরনী পার হতে অচিন্ত্যবাবুর সদা সর্বদা সঙ্গী রয়েছেন ধ্রব সুর প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু সরকার, সমীর মজুমদার ও এলাকার মহিলা ও গৃহবধুরা। প্রসঙ্গত, এই ওয়ার্ডে তিনজন প্রার্থী লড়ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অমরচন্দ্র পরামানিক। এই ওয়ার্ডেই কংগ্রেসের টিকিট থেকেই বেশ কয়েকবার দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু একবারও জিততে পারেন নি। এবার তাই তৃণমূল কংগ্রেসে চলে যান। তবে তৃণমূলেও গিয়ে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারবে না মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অপরদিকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটের লড়াইয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রীকান্ত মণ্ডল। এইসব এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য কান পাতলে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে অশিক্ষিত প্রার্থীদের মানুষ আর চাইছে না। জিটি রোডের উপর চায়ের দোকানে বসা কয়েকজন যুবককে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, সিপিএম ছাড়া এই ওয়ার্ডে অন্য কেউ জিতবে না। অন্যদলের প্রার্থীরা বসন্তের কোকিল। তাই অবস্থা বদলানোর আশায় ফের তাঁরা সিপিএম প্রার্থীর উপরই আস্থা রাখবেন।

আমতলা বাজারে আগুন, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার গভীর রাতে দক্ষিণ শহরতলির আমতলা বাজারে একটি তিনতলা কাপড়ের দোকানে আগুন লাগে। তিনতলায় দোকানের মধ্যেই আগুনের তাপে ও ধোঁয়ায় একজন ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তির নাম আব্বাস উদ্দিন মল্লিক (৬৫)। তাঁর বাড়ি ন'হাজারী এলাকার রামদেবপুরে। স্থানীয় মানুষজন জানান রাত আড়াইটার সময় নিবারণ দত্ত রোডের তিনতলার একটি দোকান থেকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। তিনতলা থেকে আর্তচিৎকার শুনতে পায় এলাকাবাসী। তখন সঙ্গে সঙ্গে দমকল অফিসে ফোন করে জানানোর ফলে বেহালা ও ডায়মণ্ডহারবার থেকে দমকল ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে স্থানীয় মানুষজনও আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বাজারের কাছাকাছি জলাশয় না থাকায় দমকল বাহিনীর অসুবিধা হয়। ভোর পাঁচটা নাগাদ আগুন আয়ত্তে আসে। তারপর পুলিশ ও দমকলের লোকজন তিনতলা থেকে একজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এলাকার বিধায়ক ও ডেপুটি স্পিকার ভোরবেলাই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পর্যাপ্ত দমকল পাঠানোর জন্য জেলা শাসককে ফোন করেন। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন আগামী দিনে উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপকের ব্যবস্থা না করলে যে কোনও সময় আরো বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

নোটিশ

চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

এ্যাক্ট ৩১ কেস নং : ৭৮/২০০৭

দরখাস্তকারী : মাঙ্গরী পাশি স্বামী মৃত লাচ্চীরাম পাশি।

ইংরাজী ১১/৪/২০০৬ তারিখে মৃত লাচ্চীরাম পাশি পিতা মৃত মোহন পাশি, সাং–প্রযত্নে জোয়ালা মহারাজ, সিএম স্ট্রীট, পোঃও থানা ভদ্রেশ্বর জেলা হুগলী এর ত্যাক্ত ৫৭,৪২১ টাকা পাইবার জন্য উক্ত আদালতে কেস করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে—
অসীমকুমার পাল
এ্যাডভোকেট

অনুমত্যানুসারে
শ্রী অরূপ আচার্য
সেরেস্তাদার
District Delegate
v Civil–Chandannagore

নিশ্চিত জয়ী প্রার্থীদের ওয়ার্ড ভিত্তিক সমীক্ষা

রাজপুর–সোনারপুর

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

পুরসভার ভোটে দামামা বেজে গেছে, ঘন্টা পড়ে গেলো, ঢাকে কাঠি পড়েছে এই সব শব্দ গুলি ২০১৫এ সব শেষ। ২৩ তারিখ বিকাল ৩টার সময় শেষ প্রচার। এখন শুধু ওয়ার্ডের মানুষজন ইভিএম মেশিনের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই নেই। সুতরাং এখন চলছে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রার্থীদের প্রচারের পালা। প্রার্থীরা যে যেমন খুশি ভাবে অভিনব প্রচারে একে অন্যকে পাল্লা দিয়ে নতুনত্ব ভাবে সাজিয়ে প্রচার করতে ব্যস্ত। যেমন মিছিলে রয়েছে রন পা, বাউল সঙ্গীত শিল্পী, ক্লাউন, পার্টির প্রতীক ছাপানো ছাতা, বেলুন ও প্রভাত ফেরি, এই ধরনের হরেক রকমের মিছিল প্রতিদিন বেরোচ্ছে রাজপুর সোনারপুর থেকে। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান ইন্দুভূষণ বাবু যাঁর বয়স এখন ৭৫। তিনি পুনরায় দাঁড়িয়েছেন গতবারের জেতা ১৭ নং ওয়ার্ড থেকে। জিজ্ঞাসা করলাম আপনার বয়স হয়েছে আপনি এখনো মিচিলে ঠিক মতো চলতে অসুবিধা হচ্ছে কি? ইন্দু বাবু বলেন এটা আমার জন্ম স্থান শুধু তাই নয় রাজপুর বাংলা স্কুলের মাস্টার মশাই ছিলাম সুতরাং আমার ছাত্ররা ও এলাকা বাসিন্দাদের কাছ থেকে যে উদ্যম পেয়েছি আমার মনেই হচ্ছে না কষ্ট। ওয়ার্ডের খবর নিয়ে দেখা গেলো উন্নয়নের দিক থেকে এক নম্বর সারিতে আছেন। ওয়ার্ডের যে সব টালির বাড়ি, ঝুপরি ঘরের বাসিন্দাদের বক্তব্য ইন্দুবাবু গরিবের পিতা। জিজ্ঞাসা করলাম কেন এই কথা বলছেন? উত্তর দেয় শিউলী, পূর্ণিমা আজ পর্যন্ত যতগুলি গরিবের মেয়েদের বিয়ে হয়েছে ওনার দৌলতে। মেয়েদের বিয়ের খবর নিয়ে কাছে গেলে উনি একটা লেটার হেড প্যাডে চিঠি করে দেন চণ্ডী বাড়িতে কানের দুল বা ছোট সোনার হার বা চুরি দেবার জন্য। কারণ রাজপুর চণ্ডী বাড়িতে যে সব ভক্তরা আসেন তারা জাগ্রত চণ্ডী মাকে সোনা দিয়ে যায়। এরপর যদি কারোর কঠিন রোগ হয় ইন্দু বাবু তাঁর নিজের তহবিল থেকে সঙ্গে সঙ্গে টাকা ধার্য করেন। ১৯৪৬ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেবার ইন্দু বাবুর মা হাতে হাতের চুড়ি বেচে দিয়ে মা দুর্গার চালের ঘর খুলেছিলেন। প্রত্যেককে দু' কৌটা করে চাল দিয়েছিলেন। সুতরাং ব্যক্তি সহসাবে ইন্দু বাবুর পরিচয় দেবার নতুন করে কিছু নেই বললেই চলে। আরও তথ্য পাওয়া গেলো যে সব প্রার্থীরা তৃণমূলের হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাদের সিংহ ভাগের মতামত যদি পুরসভার তৃণমূল বোর্ড গঠন হয় তবেই স্বচ্ছতার প্রতীক ইন্দু বাবুকেই আবার রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার পুর প্রধান করা হবে। কিন্তু আবার কেন? প্রশ্ন করলে প্রার্থীরা বলেন উনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি গতবারের অভিজ্ঞতা ওঁনার ভালোই আছে। ২০ নম্বর ওয়ার্ড দেশ বরেণ্য সুভাষ চন্দ্র বোসের পৈতৃক ভিটা। এটা ছিলো সিপিএমের দুর্গ। এখান থেকে দাঁড়িয়ে গতবারের জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের পৌরপিতা ডাঃ পল্লব কুমার দাস। তিনি পুনরায় প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। পল্লব বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন সিপিএমের দোর্দণ্ড প্রতাপ নেতা রাহুল ঘোষ। এই ওয়ার্ডের বক্তব্য দিনে রাতে যাকে পাওয়া যায় গরিবের থেকে দু টাকা নেন না সেই ডাক্তারবাবুকে আমরা ভোট দেবো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলাম এটা তো গেলো আপনাদের হাসপাতাল ও ওষুধ বিষুধের কথা কিন্তু রাস্তা ঘাট জল আলো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে আপনারা কি বলবেন? এতো দিন আমরা সিপিএমকে ভোট দিয়ে এসেছি, তারা ৩৫ বছর ধরে কি

কুলপির ‘চৈত্র শেষের গাজন’ দেখতে হাজির জেলার অসংখ্য মানুষ

সৈকত ঘোষ

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ‘চৈত্র শেষের শিব পূজা’ উপলক্ষ্যে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল গাজন। জেলার একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে কুলপি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে ‘সারা বছর পুকুরে ডুবিয়ে রাখা শিবলিঙ্গ’ ২৭শে চৈত্র তুলে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে ২৮ থেকে ৩০ চৈত্র মোট তিনদিন ধরে চলে গাজন গান, যা স্থানীয় মানুষজনের কাছে ‘চৈতে গাজন নামে পরিচিত’। এই অঞ্চলে বহু বছর ধরে চলে আসছে চৈত্র শেষের গাজন। তখনকার দিনে এই সমস্ত এলাকার মহিলাদের মধ্যে ‘পর্দাপ্রথা’ প্রচলিত থাকায় তাঁরা সংসারের কাজকর্ম করে গ্রামের বাইরে বেশি যেতে পারতেন না, তাঁদের বিনোদনের জন্যই বছরের এই সময়ে অনুষ্ঠিত হত গাজন। কিন্তু গাজনে মহিলারা অভিনয় করতেন না। তার বদলে কোনও পুরুষ অভিনেতা মহিলা সেজে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন। গাজনে সেই রীতি আজও বর্তমান।

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও কুলপির দীঘির পাড়, নারায়ণপুর, কেওড়াতলা, শ্যাওড়াতলা, জামতলা, বড়শিবপুর, ছোট পশম পুর, রামনগর প্রভৃতি গ্রামগুলিতে তিনদিন ধরে রোজ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলল ‘চৈত্র শেষের’ গাজন, গাজন গান শোনার জড়া এই গ্রামগুলিতে হাজির হয়েছিলেন জেলা তথা জেলার বাইরের অনেক মানুষ। ‘অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামগুলি পর্যবেক্ষণ করেন কুলপি ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সেবানন্দ মণ্ডল, সমাজ কল্যাণ আধিকারিক নির্ঝর মণ্ডল এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ‘প্রদ্যুৎ কুমার মণ্ডল’।

এবছর বরানগর আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সাম্মানিক সদস্য মিলন কামার পরিচালিত ‘চৈতালী রাতের স্বপ্ন’ গাজন দলের অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করে বিশেষভাবে কানাই বাজকা, বাবুসোনা হালদার, তুহিন কামার, মৃত্যুঞ্জয় হালদারের মহিলা চরিত্রে অভিনয়ে সবাই মুগ্ধ হয়ে যান। মিলন বাবু জানান ‘‘বিশ্বায়নের ফলে ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বাড়িতে বাড়িতে টিভি, মোবাইল এসে গিয়েছে ফলে যাত্রা নাটক, গাজনের মত সংস্কৃতিময় গণমাধ্যমগুলো ধুঁকছে। তবে লোকসংস্কৃতি প্রেমিকেরা এগিয়ে এলেই আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠবে এই সমস্ত সংস্কৃতিময় গণমাধ্যম গুলো।

এলাকার বিডিও সেবানন্দ পণ্ডা জানান— ‘‘লুপ্ত প্রায় এই লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে প্রত্যেক বছর আমরা এই গাজন গানের আসর গ্রামে গ্রামে বসানোর চেষ্টা করি। ভবিষ্যতেও গাজনের প্রচারে আমরা গাজন দলগুলির পাশে থাকব।

গাজন অভিনেতা তুহিন কামার জানান ‘‘আমরা বেশির ভাগ সময়ে চাষ বাস ও নিত্য মজুরের কাজ করি, তার পাশাপাশি দরিদ্রতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মানুষজনকে আনন্দ দিতে ও গাজনের মত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা অভিনয় করে চলেছি, চরম দরিদ্রতার সত্ত্বেও আমরা গাজন চর্চা

সর্প দংশন : প্রতিরোধ ও প্রতিকার

কুনাল মালিক

এখন গরম কাল। এই গরম কালেই আমাদের রাজ্যে সর্প দংশেনের সংখ্যা বেড়ে যায়। এই সময় তাই মানুষকে সচেতন থাকতে হয়। সাপ নিয়ে মানুষ মাত্রই অত্যন্ত ভীতু আবার সংস্কার মনস্ক। নানা ভ্রান্ত ধারণা মানুষের জীবনে বিড়ম্বনাও ডেকে আনে। সাপের কামড়ে মানুষ এতটাই আতঙ্কিত হয়ে যায় অনেকে হার্টফেল করে মারা যায়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত সাপ সচরাচর দেখা যায় অধিকাংশই নির্বিষ। আমাদের রাজ্যে স্থলে ৬টি বিষধর সাপ দেখা যায়। এগুলি হল কেউটে, গোখরো, কালাচ, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড় এবং শাঁখামুটি। সাধারণত প্রথম চারটি বিষধরই মানুষের মৃত্যুর কারণ। জলে জল কেরাল নামে একটি বিষধর সাপ থাকে। এছাড়া দাঁড়াস, ক্ষেতমেটে, বালিবোড়া, হেলে, খরচিতি, ময়াল, গাংমেটেলি, জলঢোঁড়া, মেটেলি, উদরকাল, পুঁয়ে, গেছোবোড়া, লাউডগা, কালনাগিনী সাপের বিষ নেই। যদিও বেহুলা লক্ষীন্দরের উপাখ্যানে আমরা দেখি কালনাগিনীর কামড়ে মৃত্যুর কথা। কিন্তু তা গল্প মাত্র।

বিষধর সাপ কামড়ালে সাধারণত দুটো দাঁতের দাগ থাকে। ক্ষতস্থান থেকে রক্তরস চুঁইয়ে বের হতে পারে। সঙ্গে ফোলা ও যন্ত্রণা থাকতে পারে। বিষহীন সাপ কামড়ালে আঁচড়ের মতো অনেকগুলো দাঁতের দাগ থাকে। তাজা লাল রক্ত বের হয়। সাপ কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে নড়া–চড়া বন্ধ করুন। ক্ষতস্থান সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ভয় দূর করে মনে সাহস যোগান। দ্রুত নিয়ে যান হাসপাতালে। যেখানে পাওয়া যাবে জীবনদায়ী অ্যান্টিভেনাম সিলাম। যা যে কোনও বিষধর সাপে কাটা রোগীকে সুস্থ কর্‌ত পারে।

সাপ নিয়ে সতর্কতা: সন্দেহ হলেই দাঁড়িয়ে যান। সাপ আর কামড়াবে না। নড়া–চড়া না করলে সাপ প্রায়ই দেখতেই পায় না। বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার ভোরে ও সন্ধ্যায়, কারণ ওই সময়েই সবচেয়ে বেশি সাপের কামড় ঘটে। বিছানায় কেবলমাত্র মশারী ব্যবহার করে কালাচ সাপের কামড় ও মৃত্যু এড়ানো যায়। বাড়ির আশেপাশে মাঝে মধ্যে ব্লিচিং পাউডার ছড়ালে সাপের আনাগোণা কমবে। কোনও শেকড় বাকড় দিয়ে সাপকে বশ মানানো যায় না। আর মন্ত্র দিয়েও বিষ নামানো যায় না।

অক্ষয় তৃতীয়া রথযাত্রা ৩১৪ বছর ধরে চলছে

মলয় সুর

ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া বাবুর বাজারের সু–প্রাচীন বিখ্যাত অন্নপূর্ণা মন্দির অবস্থিত। বসন্ত শেষে তীব্র দাবদাহে বৈশাখ মাসে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে অন্নপূর্ণা মন্দিরে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের নির্দিষ্ট আষাঢ় মাসের পুণ্য শুক্ল পক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তেলিনীপাড়ায় ওই নির্দিষ্ট অক্ষয় তৃতীয়ার ওই দিনই মহা ধূমধামের সাথে প্রতি বছরই এই রথযাত্রা হয়। এই প্রাচীন অন্নপূর্ণা মন্দিরটি তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের পুত্র প্রয়াত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলা ১২০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ৩১৪ বছরের পুরানো অন্নপূর্ণা মন্দিরের একটি ইতিহাস রয়েছে। উল্লেখ্য, মন্দিরটি তৈরি হয়েছে রথের আদলে চূড়ো বিশিষ্ট নির্মিত।

এই রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তির থাকে না তার পরিবর্তে অষ্টধাতুর লক্ষ্মী অন্নপূর্ণা ও শিব অন্নপূর্ণা মূর্তি থাকে। রথের উচ্চতা ২০–২২ ফুট। মন্দিরের পাশেই রথ থাকার ব্যবস্থা আছে। সকালের দিকে এক মাইলের মতো রাস্তা ভিক্টোরিয়া জুট মিলের কাছে গড়ের ঘাটে রথ নিয়ে যাওয়া হয়। আবার বিকালের দিকে সোজা চলে আসে অন্নপূর্ণা মন্দিরে।

এই রথযাত্রা একই দিনের সোজা ও উল্টোরথ রশিতে টান হয়। এই মন্দিরে প্রায় ২০ জনের শরিকি পরিবার আছেন। তাছাড়া ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পুজো পার্বন সারা হয়। এবারে অক্ষয় তৃতীয়ার রথযাত্রা পালার দায়িত্বে রয়েছেন প্রয়াত সত্য শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় পৌত্র সত্য সুনির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শোনা যায় এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বংশধরদের মন্দিরে পালা পড়ে ৬ বছর ১৮ বছর অন্তর। তাদেরই বংশধররা আজও সেই প্রথায় নিয়ম কানুন মেনে চলে আসছেন। অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, সারা দেশের মধ্যে একমাত্র এখানে এবং উত্তর প্রদেশের বেনারস কাশীতে ছাড়া আর কোথাও এই অক্ষয় তৃতীয়াতে রথটানা অনুষ্ঠিত হয় না। এই রথযাত্রা উপলক্ষে মানুষের ভিড়ে মহামিলনের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিশাল জায়গা নিয়ে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরে তিনটি শিবলিঙ্গ মন্দির রয়েছে।

অন্যদিকে সত্য প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, উল্টোরথ আসার সময় মন্দির থেকে পালকি করে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণা ও শিব অন্নপূর্ণা মূর্তি রথ থেকে বহন করে নিয়ে আসতে হয়। জমিদার বংশের পুরুষরা সমবেতভাবে ছড়া ও সংকীর্তন গান গাইতে থাকেন। প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত বহু জনপদ খণ্ডিত বাংলা সহ সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। তেলিনীপাড়ায় কবিগুরু পদাপর্নের সময় জমিদার বংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুমধুর সম্পর্ক শুধুমাত্র তেলিনীপাড়া কিংবা চন্দননগরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই সম্পর্ক জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল।

হাওড়ায় প্রাচীন শীতলা পুজো

অমিত জানা : সম্প্রতি হাওড়ার উনসানী অরবিন্দ নগরে প্রতিবছরের মত জাঁক জমক শীতলা পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। এটি হাওড়ার প্রাচীন শীতলা পুজো। প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়েছিল এই পুজোয়। পুজোর দিন কাঁধে বাঁক নিয়ে ভক্তরা জল এনে মায়ের মাথায় জল ঢালেন। পুজোর পর ভোগ বিতরণ ও মায়ের গান হয়েছিল। এছাড়াও বৈশাখ মাসের শেষ শনিবার হাওড়ার জগাছা থানার ধাড়সা গভঃ কলোনীর যুবকবৃন্দের পরিচালনায় জাঁক–জমকপূর্ণ শীতলা পূজোর আয়োজন করা হবে। এই পুজোয় ভক্তরা ডণ্ডি কাটেন। পুজোর সময় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে বলে জানান সংগঠনের অন্যতম সদস্য অতীন কুমার পাল (পকাই)।

সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সিসিটিভি লাগানোর নির্দেশ রাজ্য পুলিশের

কুনাল মালিক

রাজ্যে যে হারে চুরি ছিনতাই ডাকাতি এবং নারী নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির ঘটনা বেড়ে চলেছে তাতে রাজ্যপুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট চাপে আছে। তাই এবার রাজ্যপুলিশ প্রশাসন যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্র পেতে প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সিসিটিভি লাগানোর নির্দেশ দিলেন। রাজ্যের প্রতিটি থানার ওসি এবং আইসিদের কাছে গত ৯ এপ্রিল এই মর্মে সরকারি বিজ্ঞপ্তিও যায়। এবং ১২ এপ্রিলের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানা এলাকার মন্দির মসজিদ ও গির্জার কর্মকর্তাদের ডেকে সভা করে অতি দ্রুত এই নির্দেশ কার্যকরী করতে বলা হয়।

গত ১১ এপ্রিল নোদাখালি থানার আইসি শান্তি নাথ পাঁজার ডাকা সভায় এই প্রতিবেদক উপস্থিত ছিল। এলাকার বিভিন্ন মন্দির ও মসজিদ কমিটির সভাপতি সম্পাদকরাও এবং সমাজের বিশিষ্ট মানুষজন ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনেকেই বলেন সিসি টিভির খবর বহন করবে কে?

যে প্রশ্নে আইসি জানান, এই পুলিশের পক্ষ থেকে আবেদন করা হচ্ছে। খরচ মন্দির মসজিদ কমিটিকেই বহন করতে হবে।

সিসিটিভি চালানো এবং তার কারিগরি কৌশলের ব্যাপারে থানা থেকে সহযোগিতা করা হবে। সিসি টিভি লাগানো থাকলে মন্দির থেকে চুরি ডাকাতি হলে সহজে সুত্র পাওয়া যাবে। তাছাড়া মন্দির মসজিদে অবাঞ্ছিত লোকেদেরও সনাক্ত করা সহজ হবে। বিদ্যুৎ চলে গেলেও ৩ ঘন্টা সিসিটিভি চালু থাকে।

সভায় অনেকে দাবি করেন এলাকার প্রতিটি বিদ্যালয়েই সিসিটিভি লাগানো উচিৎ। কারণ স্কুলেও এবং বিভিন্ন দেশে জঙ্গি হানা হচ্ছে। তাছাড়া স্কুল কর্তৃপক্ষর ফান্ডও আছে। নোদাখালী থানার আই সি বলেন, আমরা বিদ্যালয়গুলোকেও সিসিটিভি লাগাতে অনুরোধ করব।

প্রসঙ্গত রানাঘাট কান্ডে সন্ন্যাসিনী নিগৃহীত হবার পর সিসিটিভি–র ফুটেজ পুলিশের যথেষ্ট কাজে লেগেছে। তাছাড়া দঃ ২৪ পরগনার কুলতলিতে একটি রিসর্টে ডাকাতি হবার পর, প্রশাসনের টনক নড়ে। তারপরই রাজ্য পুলিশ প্রশাসন সিসি টিভি বসানোর নির্দেশ দেয়। আশার কথা নোদাখালী থানার ওই সভায় ৭টি মন্দির ও মসজিদ কমিটি সিসিটিভি লাগাবেন বলে পুলিশকে জানিয়েছে।

২২২ বছরের মণ্ডল জমিদারদের গোষ্ঠমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাওয়ালী : গত ১ বৈশাখ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালী থানার অন্তর্গত বাওয়ালীতে ধূমধাম করে মণ্ডল জমিদারদের প্রবর্তিত গোষ্ঠমেলা অনুষ্ঠিত হল। এবছর এই মেলা ২২২ বছরে পদার্পণ করল। মণ্ডল জমিদারদের প্রাচীন মন্দির ও রাজবাড়ি সংলগ্ন মাঠে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিকালে রাধাকান্ত জীউ, গোপীনাথ জীউ, রাধাবল্লভ, গোবিন্দজীউ, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার বিগ্রহগুলিকে মূল মন্দির থেকে মেলা প্রাঙ্গনে নিয়ে আসা হয়। গ্রামবাসীরা পুজার ডালা দেন। আবার সন্ধ্যায় বিগ্রহগুলি মূল মন্দিরে রেখে আসা হয়। প্রচুর মানুষ এই মেলায় প্রাচীন বিগ্রহগুলি দর্শন করতে আসেন। মেলাপ্রাঙ্গণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সভাপতি স্বপন রায়, আই সি শান্তিনাথ পাঁজা, জেলা পরিষদের সদস্যা রীতা মিত্র, কানাই সাঁতরা, তাপস চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু মণ্ডল প্রমুখ।

গোয়ালপাড়ায় ধর্মরাজের গাজনের অনেক খ্যাতি

দীপককুমার বড় পণ্ডা

সোহম বলল, সেজ দাদু, চল আমরা তবে গোয়ালপাড়াতেই যাই। দাদু বললেন, হ্যাঁ, আমরাতো ওইদিক দিয়েই শান্তিনিকেতনে ফিরব। ফেরার সময় তবে ধর্মরাজের গাজনটা দেখেই যাব। সোহম তো খুব খুশি। ও কোনোদিন গাজন দেখেনি। এবার যত এগোতে লাগলাম, ঢাকের আওয়াজ তত বাড়তে লাগল। আমরা যেদিকে এগোচ্ছি, ঢাকিরাও সেইদিকেই আসছেন মনে হল। উত্তেজনায় সোহম কখনো কখনো দৌড়তে শুরু করল। গোয়ালপাড়া মোড়েই দেখা হল, সেই মহামিছিল। কিছুক্ষণ আগে যে মিছিলের কথা বলেছিলেন দক্ষিণ শিয়ালার কানন দাস আর এক মহিলা। প্রচুর মানুষ সারি দিয়ে হাঁটছেন। ঢাক বাজছে, আর একদল ধর্মরাজ গাজনের ভক্ত নাচছেন। ধুতি মালকোঁচা মারা ভক্তদের গলায় ছোট ছোট পৈতে প্যাঁচান। আগে এই ভক্তদের পৈতেগুলো বড় দেখতাম। ওদের হাতে কাঁটার ঝোপ। সেই ঝোপ বুকে জড়িয়ে তাঁরা হাঁটছেন। কোনো কোনো সময় অন্য ভক্তরাও এসে কোলাকুলি করে জড়িয়ে ধরছেন। দুটি বুকের মাঝখানে কাঁটার ঝোপ।

জোরে ঢাকের বাজনা বাজছে। বাজছে সানাই। তালে তালে সবাই নাচছেন। কাঁটা ঝোপ থেকে ভক্তরা বুকটা সরিয়ে নেওয়ার পর কারোর কারোর বুক রক্তাক্ত হচ্ছে। ওদিকে কারোর নজর নেই। ঢাকের তালে তালে সবাই মাতোয়ারা। অল্পবয়সী একজন রক্ত ঝরা বুকে জল দিলেন। নানা বয়সের ভক্ত, তবে কাঁটা ঝোপ যাঁদের হাতে তাঁরা যুবক। বয়স্ক ভক্তরা মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ঢাকিদের বয়সও নানারকম। একজনের বয়স প্রায় ৭৫ বছর। উনি ঢাকি দলের প্রধান। তিনিই প্রথম ঢাক বাজান, তারপরে অন্যরা। একসঙ্গে এত ঢাক সচরাচর দেখা যায় না। ঢাকগুলো পালক দিয়ে সুন্দর করে সাজানো।

মোড়ের মাথায় খানিকটা নেচে, ঢাকিদের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মিছিলটা চলে গেল ধর্মরাজের মন্দিরের দিকে। গোয়ালপাড়া গ্রামেই ধর্মরাজের পাকার মন্দির। প্রতিবছর দোল পূর্ণিমার পরের পূর্ণিমায় দু’দিন ধরে এখানে ধর্মরাজের গাজনের মেলা বসে। এই মেলা ‘শিয়ালা–গোয়ালপাড়া ধর্মরাজের মেলা’ নামে পরিচিত।

এই মেলার খুব নামডাক। আসলে এই মেলা বলে নয়, গাজন মেলাই আমাদের প্রকৃত সার্বজনীন উৎসব। গাজনেই সব শ্রেণীর, সব জাতের মানুষ সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পান। আমাদের এই বঙ্গে দু’রকমের গাজন হয়। শিবের গাজন আর ধর্মরাজের গাজন। তবে শিবের গাজনের খ্যাতি বেশি। বেশি মানুষ শিবের গাজনে যুক্ত থাকেন। তবে ধর্মের গাজনও কম যায় না। ধর্ম ঠাকুর এই এলাকার তথা রাঢ় বাংলার লৌকিক দেবতাদের মধ্যমণি। তবে, তাঁকে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক বিতর্ক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮৯৪–১৮৯৫) ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধদেবতা বলে মন্তব্য করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মের গাজনের নাচগানকে আর্যধর্মের নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে এগুলি দ্রাবিড় কিংবা চীন–তিব্বতীয় হতে পারে। ড. সুকুমার সেন–এর মতে, ধর্মদেবতার উৎপত্তি বহুমুখী। অর্থাৎ বিভিন্ন সূত্রে আগত বিভিন্ন দেবভাবনা ও দেবচিন্তা মিলে গিয়ে এক হয়ে ধর্মঠাকুরের রূপ নিয়েছে। আর গবেষক ড. অমলেন্দু মিত্র–র মতে, ধর্মঠাকুর শস্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পূজিতা দেবতা।

সেসব পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন, গাজনের মূল মজাটা হল, এই একটা উৎসব যেখানে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যদিও প্রাধান্য থাকে নিম্নবর্গের। দুই গাজনেই নিয়ন’কের ভূমিকায় থাকেন, নিম্নবর্গের হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, মুচি প্রভৃতিরা। এইসময় এঁরা পৈতে পরেন, শুদ্ধ কাপড়ে হবিষ্যান্ন খান। ধর্মরাজের শিলামূর্তি গাজনের ভক্তরা ঘোড়ায় বসিয়ে স্নান করাতে নিয়ে যান। তখন শোভাযাত্রা যায়, ঠাকুরের জয়ধ্বনি করতে করতে। ধর্মঠাকুর পূজিত হন ঝোপঝাড় বা গাছতলায়। অবশ্য, উচবর্ণের মানুষেরা অনেকক্ষেত্রে টিনের বা পাকা মন্দিরের ব্যবস্থা করেন। মূর্তি বলতে থাকে গোলাকার পাথর এবং মাটির হাতি–ঘোড়া। গোয়ালপাড়ায় ধর্মঠাকুরের মন্দিরেও সেই হাতি–ঘোড়াই আছে। ইনি মেঘ রায় নামে পূজিত হন এখানে। এলাকার মানুষেরা বিশ্বাস করেন, এই দেবতা খুব জাগ্রত। তাই, তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাদা ভেড়া, সাদা পাঁঠা, সাদা মুরগি বলি দেওয়া হয়। অনেকে মাটির ঘোড়া, হাতি দেন ঠাকুরকে।

ধর্মরাজের গাজনে তিনরকম ভক্তা। পাটভক্তা, সাধারণ ভক্তা, অনুষ্ঠান ভক্তা। মূল সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীরা হলেন পাটভক্তা, যাঁরা মানসিক করে ভক্তা হন তাঁরা সাধারণ ভক্তা। যাঁরা বাণ ফুঁড়িয়ে নাচেন, তাঁরা অনুষ্ঠান ভক্তা। এঁদেরকে বাণ ভক্তাও বলে। কর্মকাররা ভক্তার গায়ে বাণ ফুঁড়িয়ে দেন। এই ভক্তাদের পেছন পেছন পৌঁছে যাই গোয়ালপাড়ার ধর্মরাজের মন্দিরে।

সকাল বেলাতেও গোয়ালপাড়ার মেলা চত্বরে অনেক লোক। গ্রামের মুরুব্বিরা মন্দিরের চাতালে গোল করে চাঁদার হিসেব করছেন। সবার নজর জাবদা খাতার দিকে। এখানেই সারাবছরের হিসাব কষা আছে। গাজনের মিছিল গ্রামের পুরনো পরিবারগুলোতে যায়। সাধারণত, এঁরাই এই মেলার মূল পৃষ্ঠপোষক। শান্তিনিকেতনের টানে এখন এই এলাকায় বাইরে থেকে বহু মানুষ এসে বাড়ি করেছেন। এলাকাটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। মেলার মূল আয়োজকরা মিটিং সামলাচ্ছেন। অনেকে বাইরে থেকে এসে দোকান পাতছেন। দেখলাম, একজন ছোট ছোট পুতুলের দোকান সাজাচ্ছেন। তিনি কলকাতার দক্ষিণদাঁড়ি থেকে পাইকারি দরে পুতুল কিনেছেন। সারাবছর ‘মেলা খেটে’ই তাঁর জীবিকা।

যাওয়া আসার পথে পথে

ফেরার সময় গোয়ালপাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে দেখা হয়েছিল সেই বয়স্ক ঢাকির সঙ্গে। এই মোড়ের একটা রাস্তা গিয়েছে কোপাই নদীর তীরে। সেই রাস্তা গেছে সিউড়ি। আর একটি রাস্তা গিয়েছে শান্তিনিকেতন। এখান থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব আনুমানিক পাঁচ কিমি। আর একটি রাস্তা গেছে গোয়ালপাড়ায় ধর্মরাজের মন্দির। সিউড়ির দিক থেকে একটা বাস হু হু করে চলে গেল বোলপুরের দিকে। তিনমাথার মোড়ে ৭৫ বছরের ঢাকী, সেই সুনীল দাস চা খেতে এসেছিলেন। না, তিনি একা নয়, তাঁর সঙ্গীরাও এসেছিলেন সেখানে। দোকানে ঢোকামাত্র সুনীল বাবুর আপ্যায়ণ শুরু করলেন দোকানী। প্রথমেই ঠান্ডা জল। জাতিতে রুইদাস সুনীল বাবুদের জাতপেশা চামড়ার কাজ। কিন্তু তিনি ধর্মরাজের সেবায়েত। তাঁর কাজ ঠাকুরের কাছে ঢাক বাজানো। এর বিনিময়ে তিনি দেবোত্তর কিছু জমি পেয়েছেন চাষের জন্য। সেই জমি চাষ করে, আর পুজো প্যান্ডেলে ঢাক বাজিয়ে তাঁর সংসার চলে যায়। কলকাতায়ও তিনি ডাক পান। তাঁর এক যুবক সঙ্গী উচ্ছসিত হয়ে বললেন, ‘দাদুর ঢাক কথা বলে।’ চা খাওয়া শেষ হলে, আমাদের এক সাথী বললেন, ‘আপনাদের চায়ের টাকাটা আমি দেব।’ দোকানী বললেন, ‘না, না তা হবে না। আজকের দিনের চা–টা আমিই খাওয়াই প্রতিবার।’ দু’পক্ষের আকুতি দেখে সুনীল বাবু মুচকি হাসলেন। তিনি দোকানীকে বললেন, ‘আপনারটা থাক, পরে খাব। ওঁরা বাইরের মানুষ খাওয়াতে চাইছেন যখন ওঁদেরটাই খাই।’

মাঙ্গলিকী

কেন্দুয়া শান্তি সংঘের মাসিক সাহিত্য সভা

বৈষ্ণবঘাটা–পাটুলির কেন্দুয়া রোডে অবস্থিত শান্তি সংঘ। নতুন গড়ে ওঠা এক অতি অভিজাত পল্লী। কেন্দুয়া শান্তি সংঘ এক বহুদিনের নাম করা সংগঠন। অতি ব্যস্ত রাজপথ সংলগ্ন এদের বিরাট খোলা চত্বর। চত্বর সংলগ্ন সুরম্য ক্লাব হাউস। ভেতরে রয়েছে পেশাদারি ক্যারাম খেলার ঘর। আরও ভেতরে সুসজ্জিত সভা ঘর। এই ঘরেতেই গত ৫ এপ্রিল বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত হল কেন্দুয়া শান্তি সংঘের প্রথম মাসিক সাহিত্য সভা। অংশ গ্রহণ করলেন এক বিরাট সংখ্যক 'কবি, সাহিত্যিকেরা'। আসরে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনেরই সভাপতি শ্রদ্ধেয় আলোক মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আসর সঞ্চালনা করেন আহ্বায়ক কবি নিতাই মৃধা।

এদিন বিকালের দিকে ঝড়বৃষ্টি হয়। তাই আসরে পৌঁছতে বেশ দেরি হয় এই প্রতিবেদকের। তিনি যখন আসরে পৌঁছান তখন কবিতা পড়ছিলেন বন্ধুবর। দরদি কবি বুদ্ধদেব নাথ মজুমদার। এদিন যাঁদের কবিতা মননশীলতার জন্য এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল, তাঁরা হলেন প্রদীপ চক্রবর্তী (চড়ুইভাতি), জয়ন্ত দত্ত (চশমার কাঁচ মুছে), নরবাহাদুর লামা (নয় বছরে পা দেওয়া কবি, পড়লেন অসাধারণ জাতীয়তাবাদী বাংলা কবিতা), সুনীল গুহ (সানাই), কৌশিক ভাদুড়ী (অমিতাভ স্টেশনেই থাকে—কবি ওড়িশাবাসী), বৈজন্তক রাহা (সিংহাসনে যারাই বসুক এই প্রতিবেদক কবি শ্রীরাহার কবিতা 'দেশ'পত্রিকায় পড়েছেন) সুনির্মল ঘোষ (মধ্যরাতে), মুকুল মাইতি (ছোটদের জন্যে কাকেদের নিয়ে ছড়া, ইলা দাস (ঘৃণপোকা), নিতাই মৃধা (নতুন সকালের খোঁজ এই প্রতিবেদকের মতে এই কবিতাটিই হল কবি শ্রীমৃধার 'সিগনেচার পিস'), শঙ্কর ব্রহ্ম (পরবাসী), সুব্রতা সাহা (মন বসন্ত), আলোক মুখোপাধ্যায় (জন্মের মতো অতি হৃদয়স্পর্শী)। এছাড়াও স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন স্বপন কুমার মজুমদার, শাস্বতী সরকার, কানাইলাল পালটি, শুভ্রা সাহা প্রমুখ। বরিষ্ঠ জাদুকর সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন 'ইয়েস–নো' লেখা বড় তাসের মজাদার জাদু।

সঞ্চালক হিসাবে কবি নিতাই মৃধা প্রত্যেকের পাঠের আগে কবি/সাহিত্যিকের সুন্দর পরিচয় দেন। বিভিন্ন জনের পাঠের পঠনমূলক আলোচনা করেন। আসরের সমাপ্তি ঘটে সুব্রতা সাহার 'নিবিড় ঘন আঁধারের' সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। তবে 'সব কিছু শেষ হলে কিছু থাকে বাকি'–র মতনই সব শেষে শ্রদ্ধেয় সভাপতি আলোক মুখার্জি অতি উদাত্ত ভাবে বললেন, আগামী দিনে এই সাহিত্যসংস্কৃতির আসর যাতে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর জন্য তিনি সকল কবি/সাহিত্যিক/শিল্পীর কাছে খোলাখুলি মতামত চান। চা–জলযোগ সহ আসর চলে অতি উজ্জ্বল ছন্দে।

বড়িশা জাদু আড্ডা

একটি আড্ডায় সম্প্রতি ১৫ জন জাদুকর যোগদান করেন। স্ট্রিট ম্যাজিসিয়ানের (পাশ্চাত্ত্য) পোষাকে, অভিনয় জগতের মানুষ, আবার দক্ষ জাদুকর দিব্যেন্দু নাথের 'আউট টু লাঞ্চ' মুদ্রার জাদুর পরিবেশন তাঁকে জাদুশিল্পী হিসাবে আলাদা ভাবে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন বিদেশ থেকে উপহার পাওয়া 'পেন ভ্যান প্রেডিকশান'। তরুণ জাদুকর শুভায়ন শিকদার বেশ কিছু খেলা দেখালেন। তবে আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় ধ্রুপদী তাসের জাদু 'আউট অব দিস ওয়ার্ল্ডের' অনবদ্য প্রদর্শনী।

ইদানিং বরিষ্ঠ জাদুকর সুশীল দে বহু প্রচলিত জাদুর খেলাগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাদের সুন্দর 'বাণিজ্যিক' রূপ দিয়ে আড্ডায় দেখাচ্ছেন— এদিনও তাঁর সুন্দর নিদর্শন রাখলেন জাদুকর দে। যুবা জাদু প্রতিভা, আই টি জগতের মানুষ, অভীক দত্ত এদিনও আড্ডায় উপস্থিত নবীন প্রবীণ সব জাদুকরের প্রশংসা কুড়িয়ে নিলেন নানান জিনিস নিয়ে অনবদ্য স্ট্যান্ড আপ জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এদিন আসরে আমন্ত্রিত ছিলেন জাদু প্রেমী বিশিষ্ট কবি বুদ্ধদেব নাথ মজুমদার। আড্ডাকে তিনি প্রথমে ঋদ্ধ করলেন তাঁর অনবদ্য অনুগল্প 'দ্যাশের গল্প' ও কবি হিসাবে তাঁর 'সিগনেচার পিস' 'কলোনির একাল সেকাল' কবিতাটি শুনিয়ে।

এরপর প্রদর্শন করলেন তাঁর বিবিধ সংগ্রহের নমুনা, যার মধ্যে ছিল বিশ্বকবির 'জন্ম কুন্ড' 'ফ্যামিলি ট্রি'। শ্রী নাথ মজুমদার বাড়িতে বসে অবসর সময়ে টুকটাক জাদুর খেলা তৈরি করেন আর পাড়ার ক্ষুদে দর্শকদের মুগ্ধ করেন তাঁর জাদু দিয়ে। এদিন দেখালেন বহু পুরানো জাদু। 'ত্রিখণ্ডিত পাকা কলা'—এটি দেখিয়ে তিনি আড্ডায় উপস্থিত সব জাদুকরকে মনে মনে তাঁদের জাদু জীবনের শুরুর দিনে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

একই মাত্রায় বরিষ্ঠ জাদুকর তপন মিত্র দেখালেন তাঁর নিজের হাতে তৈরি কিছু জাদু, যা সবসময়েই জাদু আড্ডায় জাদুকরদের প্রশংসা অর্জন করে। একই মাত্রায় বলতে হয় যুবা জাদুকর স্যামুয়েলের কথা এদিনও তিনি আড্ডায় অভিনবত্বের ছাপ আনলেন 'কার্ডবোর্ড নভেলটি', 'টু ব্যাটারিজ সেনিট্রেশন' খেলাগুলি দেখিয়ে, যে গুলি তাঁর চিন্তা ভাবনার ধারক, যা সবই তিনি কাজের অবসরে বাড়িতে বসে তৈরি করেন।

এছাড়া আড্ডায় ছিল আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জাদুকর সমীর গুহ ঠাকুরতার 'প্রাণের সখা' ক্ষুদে জাদুকর বিশ্বক মল্লিকের জাদু, যা এই প্রতিবেদককে স্মরণ করিয়ে দেয় কবির সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন 'জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা'... জাদু আড্ডা জমে উঠল এই ভাবেই...

সিডি আলোচনা

জাদুকর এস. কুমার মুখার্জী–র ম্যাজিক (সিডি) – জাদু–র মধ্য দিয়ে সামাজিক বার্তা দেওয়ার বেশ অভিনব প্রচেষ্টা। ভণ্ড গুরু কিংবা সাধুদের মায়াজালে বারে বারেই সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ প্রতারিত হচ্ছে এখানে ওখানে। অলৌকিক কর্মকাণ্ড যে সুচতুর ভেলকির খেলা সেই বার্তা দর্শকদের মনে পৌঁছে যায়। মঞ্চে গৃহীত চিত্রের গুণগত মান সর্বত্র বজায় থাকেনি । সহযোগীদের ভূমিকা আরও একটু স্বতঃস্ফুর্ত ও সপ্রাণ হলে মজাটুকু জমত ভালো। সিডি–র মোড়কে কোথাও দামের উল্লেখ নেই। যোগাযোগের জন্য (Mobile 919830187650) ই–মেল magicianskumamukherjee@gmail.com, Website : www.magicianskumamukherjee.weebly.com।

মনসা পুজো উপলক্ষ্যে আনন্দানুষ্ঠান

সৈকত ঘোষ

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নদী বেষ্টিত ঝাউবনে ঘেরা দ্বীপ হল 'পাথর প্রতিমা'। অশনি সংকেত ময় ভয়াল ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সহাবস্থান করেও এলাকার মানুষজনের আনন্দানুষ্ঠানের কোনও খামতি নেই। পাথর প্রতিমার কিশোরিনগরে ২৩ থেকে ২৭শে চৈত্র মোট চারদিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত হল 'মনসা পূজা'। নানান সাপে ভরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। তাই সাপেদের হাত থেকে বাঁচতে এই জেলায় সর্পদেবী মনসার পূজা চলে আসছে বহু বছর ধরে। পাথর প্রতিমাও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও 'হইহই' করে অনুষ্ঠিত হল লক্ষ্মীনারায়ণপুর, পশ্চিম দ্বারিকাপুর সহ বিভিন্ন 'নদ–নদী ঘেরা' আশেপাশে গ্রামের মানুষজন মনসা পূজা উপলক্ষে জড় হন কিশোরি নগরে। সর্প দেবীর আরাধনার পাশাপাশি খামতি পড়েনি 'সংস্কৃতি চর্চা' ও সমাজসেবায়। চারদিন ব্যাপি এই পূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় শান্তিনিকেতন

পাথর প্রতিমা

থেকে আগত বাউল শিল্পী সমন্বয়ে বাউল গান, গাজন, যাত্রা, তরুণ প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার জন্য আয়োজিত হয় 'ইন্টার ভিলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট'। এছাড়া সাধারণ মানুষদের জন্য বিনামূল্যে 'স্বাস্থ্য পরীক্ষা' শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসকরা।প্রায় শতাধিক গ্রামবাসী উপকৃত হয়েছেন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সমীর জানা, মানবাধিকার সংগঠন CPDR–এর রাজ্য সভাপতি শিশির কুমার বোস, জেলা কমিটির সহ সভাপতি মানস ভট্টাচার্য, বিধায়ক সমীর জানা জানান, ''এই অঞ্চলের মানুষ জনের চেকাপের জন্য সুদূর কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবারে আসতে হয়। তাই 'ফ্রি হেল্‌থ চেকাপে'র আয়োজিত করার জন্য আমি আয়োজক কমিটিকে সাধুবাদ জানাই। এই চেকাপের ফলে সাময়িক সুবিধা হয়েছে এলাকার আবাল–বৃদ্ধ বনিতার''। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাধবনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন মানুষজনকে ফল বিতরণ করা হয়।

সশস্ত্র সীমা বলের সাইকেল পরিক্রমা

বিশেষ সংবাদদাতা : দেশের যুব মানসে জাতীয়তাবাদের আদর্শ আরা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এবং সামাজিক বিভিন্ন কুপ্রথা, মানব ও মাদক পাচার সহ বিভিন্ন দেশ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যুব মানসে আরও বেশি চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে গত মার্চ (২০১৫) মাসের ১ তারিখে উত্তরাখণ্ডের রাণীক্ষেত ফ্রন্টিয়ারে থেকে এসএস বির ২০ সদস্যের প্রতিনিধি দল সাইকেল নিয়ে রওয়ানা দেন। দলটি উত্তরাখণ্ড উত্তরপ্রদেশ, বিহারের ভারত নেপাল সীমান্তের বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে এস এস বির পাটনা ফ্রন্টিয়ারের অন্তর্গত আরারিয়া জেলার ২৮ নম্বর ব্যাটালিয়নে প্রবেশ করে।

এরপর শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের অন্তর্গত কাঞ্চনবাড়ি গ্রামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাইকেল র‍্যালীর ফ্ল্যাগ অফ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিশানগঞ্জের জেলা শাসক শ্রী অনিমেষ পরাশর দেশের জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এসএসবির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন দেশের সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি গ্রামীণ জন মানস জাতীয় চেতনা বোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এসএসবির এই উদ্যোগের সুদুর প্রসারী প্রভাব রয়েছে।

এসএসবির বাণীডাঙ্গা সেক্টরের ডিআইজি শ্রী অসীম কুমার মল্লিক সাইকেল র‍্যালীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা

করেন। স্থানীয় জনসাধারণকে সীমান্ত সুরক্ষায় এসএসবির সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

এর আগে এসএসবির ১২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট শ্রী কৌশলেশ রাই ও এসএসবির কিশানগঞ্জ এরিয়া অর্গানাইজার শ্রীমতি লীনা গুপ্তা, শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের অধীন ১২ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত বিহারের কিশানগঞ্জ, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের ভারত নেপাল ও ভারত ভূটান সীমান্তের বিভিন্ন গ্রামে সাইকেল র‍্যালী পরিভ্রমণকালীন এসএসবির পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের জন্য বিভিন্ন সচেতনতা শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মানুষও গবাদী পশুর চিকিৎসা শিবিরের যে আয়োজন করা হয়েছে তা তুলে ধরেন। কিশানগঞ্জ জেলার দিঘল ব্যাঙ্কে এসএসবির সাইকেল র‍্যালীর ফ্ল্যাগ অফ্ করেন কিশানগঞ্জের পুলিশ সুপার শ্রী রাজীব রঞ্জন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিঘল ব্যাঙ্কের বিডিও মহঃ আন্তম সহ এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দ ও সাধারণ জনসাধারণ। সাইকেল র‍্যালীর আগামী কাল দার্জিলিং জেলায় প্রবেশ করবে।

শতমুখে সারদা

ইন্দ্রজিৎ আইচ : ডঃ পরিমল চক্রবর্তী তিনি একাধারে সুলেখক, সমাজসেবী, প্রকৃতিপ্রেমী, সঙ্গীতশিল্পী এবং সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। অবসর সময় তিনি দুঃস্থ গরিব ছেলেমেয়েদের বাগবাজারে নিজের বাড়িতে পড়ান, তাদের নিজের পয়সায় বই খাতা পেন বাগ কিনতেন। নিজে একটা সংস্থা তৈরি করেছেন, তার নাম দিয়েছেন সারদা অপর্ণা স্মৃতি মন্দির।

সম্প্রতিবাগবাজারেনিবেদিতার বাড়ির পাশে সারদা দেবীর ১৬২তম জন্মতিথি পালন করল সারদা অপর্ণা স্মৃতি মন্দির। মা সারদা ও সিস্টার নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অধ্যাপক পরিমল চক্রবর্তী। প্রকাশিত হয় পরিমল চক্রবর্তীর লেখা বই সারদাপ্রিয় সঙ্গীত ও শতমুখে সারদা এবং নিবেদিতা ক্যুইজ। বইগুলি উদ্বোধন করেন সর্বানন্দা চৌধুরী (মহারাজ)।

'সারদা প্রিয় সঙ্গীত' এক গবেষণামূলক গ্রন্থ। সারদা মায়ের সমস্ত প্রিয় গান এই বইতে রয়েছে। গান আছে ১১১টি, মায়ের কবিতা প্রবাদ প্রবচন রয়েছে ২০২টি। ৬০২ পাতার এই বইয়ের দাম ২০০ টাকা। পাশাপাশি শত মুখে সারদা। তার জীবন নিয়ে আলোচনা বাণী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন পরিমল চক্রবর্তী ও অপর্ণা চক্রবর্তী।

ওঁ

কৌমারং আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান ভগবতানিহঃ

সমাজে কিছু মানুষ বলে যাকে কেউ দেখেনি, যাকে দেখা যায়না, তার কথা শুনে কি হবে। আবার কেউ বলে আরে বুড়ো হই তখন ভগবানের নাম নেব। এখন জীবনকে ভোগ করি—এইভাবে মানুষ ভগবানকে উপেক্ষা করে। এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

কিছু মানুষ ভগবানকে অস্বীকার করবে, তাঁকে বিদ্রুপ করবে, অমান্য করবে, অসম্মান করবে ও তার স্মরণাপন্ন হবে না সেটা গীতায় প্রতিপন্ন করা আছে।

গীতায় ৭/১৫ শ্লোকে বলা হয়েছে

ন মাং দূষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়া অপহৃত জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।

চার ধরনের মানুষ কিছুতেই আমার স্মরণাপন্ন হবে না। এরা কারা :

১) মূঢ়— যাদের জীবন ভারবাহী পশুর মতো। খাওয়া ও নারী ভোগের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা, শোওয়া, অবশেষে মৃত্যু এই হল পশুর জীবন। বিষ্ঠাহারী শূকর কখনও দুধ ঘি মিঠাইয়ের স্বাদ বোঝে না। মূঢ় ভগবানকে ডাকার যে আনন্দ সে আনন্দ আস্বাদন করেন না।

২) নরাধম—মানুষ হলেও এরা মানুষের মতন আচরণ করে না। এরা চারবার্কের তত্ত্ব নিয়ে জীবন কাটায়। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত। খাও দাও ভোগ কর তার জন্য যত অন্যায় কাজ আছে সেটা কর। এরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে না। নিজেদের মনগড়া নিয়মের মাধ্যমে চলে।

৩) মায়ার মেঘে যাদের জ্ঞান ঢাকা থাকে— এরা সমাজে বিদ্যান, পণ্ডিত, সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক হতে পারেন কিন্তু মায়ার দ্বারা এদের জ্ঞান ঢাকা থাকার ফলে এরা ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে না এবং গীতার প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে পারেন না।

৪) অসুর—এরা নাস্তিক। এরা তো শরণাপন্ন হয় না। উপরন্তু, বিদ্রূপ ও ভগবানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

ভগবান শব্দটা অনাদিকাল থেকে বিতর্কিত। পুরাকালে অসুরগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। অসুররাজ কংস যখন দৈববাণী শুনলেন, যে তার প্রিয় ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ভগ্নিপতি বসুদেব নানা কথায় ও শাস্ত্রের বাক্যে কংসকে নারী হত্যা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন, কিন্তু দেবকীর গর্ভজাত সকল সন্তানকে হত্যা করবেন এই শর্তে—দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে আবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেবকীর অষ্টম গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। সে কাহিনী অনেক বিস্তৃত ও ভগবৎ পুরান গ্রন্থ থেকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকে তার অবতার লীলার সবটাই কথিত আছে। যে বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক সেই ভগবান আছেন কি না? কেউ বলে যাকে কোনও দিন দেখিনি তাকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই না বা তাকে বিশ্বাস করার কোনও কারণ দেখি না। অসুর প্রকৃতির মানুষ নিলর্জ্জভাবে নাস্তিক, নিজেরাই নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করেন যদিও সকল শাস্ত্র ভগবানের সাকার রূপ আছে স্বীকার করেন।

আবার চার শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা ভগবানের শরণাগত হতে চায়, ভক্ত হতে চায়। গীতায় ৯/১৬

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরথার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।

চার শ্রেণীর মানুষরা ভক্ত। কোনও না কোনও কারণে ভগবানের স্মরণ লয়।

১) আর্তো—ভয় পেয়ে ভগবানকে ডাকে।

রোগ পীড়ায়, যন্ত্রণায়, ভগবানকে ডাকে। বিপদে পড়ে বিপদভঞ্জন ভগবানের শরণাপন্ন হয়। জীবনের কোন কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হয়। এরা সকাম ভক্ত, কিছু পাবার জন্য ভগবানকে ডাকে।

২) জিজ্ঞাসু—কেবল অনুসন্ধিৎসু হয়ে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান জানতে চায়। আমরা কে মৃত্যুর পর কোথায় যাব। আমরা মানুষ হলাম কেন। কেউ কুকুর, বিড়াল, পাখী নানান প্রজাতির জীব হয়ে জন্মাচ্ছে এটা কেন হয়। আত্মা বলে কিছু আছে কি না? এই রকম জীবনের অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে ভগবানের শরণাগত হয়ে তাকে জানতে চায়। জীবরেন মূল সমস্যা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যধি এগুলি কেন হয়? তার কারণ খুঁজতে ভগবানের শরণাগত হয়।

৩) অর্থার্থী— বিষয় বাসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য ভগবানের কাছে টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি ধন দৌলত চাইতে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। 'মা' কালী আমায় ধন দাও, কেউ বলে আমায় রূপ দাও এইভাবে নানান চাওয়া পাওয়ার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হয়।

৪) আর এক শ্রেণী, শ্রেষ্ঠ শ্রেণী জ্ঞানী—যিনি প্রকৃত অর্থে ভগবানের শরণাপন্ন হন। এরা প্রার্থিব কোনও বস্তু, টাকা পয়সা বা বিপদে ভগবানকে ডাকে না। এরা নিস্কামভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। এরা শুদ্ধ ভক্ত। ভগবৎ প্রীতি এদের মূল লক্ষ্য। তাঁর প্রীতি সাধনে এদের কর্মের প্রেরণা।

যজ্ঞসংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস্।

সুমেধা, চালা, অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ভগবানের শরণাপন্ন হয়। এই জন্য কথায় বলে, যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। এটা খুবই সত্য যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভজে সে চতুর শিরোমনি। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহরাজ সে জন্য বলেন—

কৌমারং, আচরেৎ প্রাজ্ঞো— কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা খুব ছোটবেলা থেকে কৃষ্ণ ভজন শুরু করেন।

প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ বাল্যকাল থেকেই হরিভজন করবেন। বৃদ্ধ বয়সে হরিভজন হয় না। বার্ধ্যক্যে এলে শরীরে নানান রোগব্যধির উপদ্রব হয়।তার চিন্তা করতে ও পরিবারের চিন্তায় মগ্ন হলে হরিভজন হয় না। তাই তো প্রহ্লাদ মহারাজ ধ্রুব মহারাজ সকলে ছোটবেলা থেকেই হরিভজনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান তিনি তার সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই হরিভজনের শিক্ষা প্রদান করবেন।

এছাড়া নিষ্ঠুর সত্য কথা হল, কোন মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু আসবে? আমাদের জানা নেই। তাই বৃদ্ধ বয়স আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে চিন্ময় আনন্দ লাভের জন্য ছোটবেলায় সন্তানকে ভগবদ্ভজণের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

মুকুন্দ মালায় একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ! তদীয় পদ পঙ্কজ জপঞ্জরান্ত
মদৈব বিশতু মে মানসরাজহংস।
প্রাণ প্রয়ান সময়ে কফ বাত পিত্যই
কণ্ঠাবরোধবিধৌ ভজনং কুতস্তে।

হে কৃষ্ণ! আমার মন রাজহংস আজই তোমার পাদপদ্মে নিবদ্ধ হোক। মৃত্যুর সময় আমার কণ্ঠ কফ, বিত্ত বায়ুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যাবে। তখন তোমার ভজন করা সম্ভব নয়। তাই এখন যেন তোমার পাদপদ্মে মতি হয়। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের দুটি শ্লোক উল্লেখ করা যেতে পারে।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ততরুণ স্তাবৎ তরুণীরক্ত।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্ন পরমে ব্রাহ্মনি কোহপি ন লগ্ন।
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুন্ডং দন্ত বিহিনং জাতুং তুন্ডম।
কর ধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চতি আশা ভান্ডম।।

ছোটবেলায় খেলাধুলায় সময় যায়, যৌবনে তরণীর চিন্তায় কর্ম করতে সময় যায়, বৃদ্ধবয়সে সন্তানাদির চিন্তায় কাল কাটে। ভগবৎ চিন্তার সময় হয় না।

তারপর শরীরের ক্ষয় শুরু হয়, দাঁত যায়, চোখ যায়, লাঠি হাতে রোগ শোকে ক্লান্ত ভগবৎ চিন্তার সময় কই?

এইভাবে জন্ম মৃত্যুর চক্রে বদ্ধ পাগলের মত সংসার ভোগ করতে করতে একসময় কাল এসে যখন দাঁড়ায় তখন তো করার কিছুই থাকে না। তাই ছোটবেলা থেকে শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণ অভ্যাস দরকার তবেই আপনি ভগবৎ কৃপায় সংসারে সুখী হবেন। ভগবান আপনাকে সকল পাপ থেকে নিষ্কৃতি দেবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে—

পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্ধং চাজিতাত্মনঃ।
নিফলং যদসৌ রাত্র্যাং শ্বেতেহন্ধং প্রাপিতাস্তমঃ।।

মানুষের আয়ু একশত বছর ধরলে, অজ্ঞানের অন্ধকারে রাত্রিবেলায় ১২ ঘন্টায় ঘুমিয়ে সময় কাটে। তাই বিদ্যাপতি তার দোহায় বলছেন

আধ জনম হাম নিদে গোয়ায়ঁলু
জীবনের অর্ধেক সময় নিদ্রায় কাল গেল।
বাকি পঞ্চাশ বছর কিভাবে যায়
মুগ্ধস্য বাল্যে, কৈশোরে ক্রিড়তিযাতি বিংশতিঃ।
জরায়াগ্রস্ত দেহস্য যাত্যে কল্পস্য বিংশতি।।

বাল্যকালে দশ বছর মোহগ্রস্ত অবস্থায় কাটে। কৈশোরে দশ বছর খেলাধুলায় কাটে।

বৃদ্ধ ও বার্ধক্যে জরাগ্রস্ত হয়ে কুড়ি বৃথা কাটে— বাকি দশ বছর

দূরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা

অসংযত মন, দূর্বার ইন্দ্রিয় সেবার ইচ্ছা, আর অতৃপ্ত কামনা ও মোহের ফলে জীবন বিফলে চলে যায়। ভগবদ্ভজন হয় না—এইভাবে জন্ম মৃত্যুর চক্রে বার বার আসা যাওয়ার মাধ্যমে দুঃখ কষ্টের ভোগ শেষ হয় না তাই মুক্তির জন্য ভগবৎ স্মরণ, ভগবৎ চিন্তা, ভগবৎ ভজন একমাত্র পন্থা। যা ছোট বেলা থেকে অভ্যাস করা উচিত।

জমজমাট আইপিএলের আসর

গেইল–ম্যাকালামদের ব্যাটে রানের ফুলঝুরি

কমল নস্কর

কথায় বলে বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই কথাটা বোধহয় খুব বেশি প্রযোজ্য ভারতীয় ক্রিকেট জগতের ক্ষেত্রে। এই কিছু দিন আগে বিশ্বকাপ পরব শেষ হতে না হতেই ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা মেতে উঠেছেন আইপিএল নিয়ে। বিশ্বকাপের রেশ কাটতে না কাটতেই এখন যে যার শহরের হয়ে গলা ফাটাতে শুরু করেছেন। ভারতবাসীর এই ক্রিকেট হুজুগে পিছিয়ে থাকছে না বিশ্বের অন্যপ্রান্তের ক্রিকেট ভক্তরাও। যথারীতি আইপিএল–৮–এর মজা নিতে শুরু করেছেন তামাম ক্রিকেট সমাজ। এখনও পর্যন্ত যেভাবে আইপিএল শুরু হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যত দিন গড়াবে তত আকর্ষণ বাড়বে এই টি–২০ টুর্নামেন্টের। আইপিএলের বোধন পর্ব থেকেই মোটামুটিভাবে নিজেদের চেনাতে শুরু করেছেন তারকা ক্রিকেটাররা। এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য নাম হল, নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক ব্রেন্ডন ম্যাকালাম, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সুপার স্টার ব্যাটসম্যান ক্রিস গেইল প্রমুখ। যত দিন এগোবে আরও নাম যে এতে সংযোজিত হবে তা বলাইবাহুল্য।

এবারের আইপিএলের প্রথম শতরানটি এসেছে ম্যাকালামের ব্যাট থেকে। ভারত অধিনায়ক তথা চেন্নাই সুপার কিংসের ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনির হাসি চওড়া করেছে ম্যাকালামের দুরন্ত ব্যাট। যেভাবে প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তিনি তাতে এবারের আইপিএলের চেন্নাই যে বড় দাবিদার তার প্রমাণ মিলেছে। অপর দিকে গত বারের বিজয়ী কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয়ের অশ্বমেধ ঘোড়াকে রুখে দিয়েছে ক্যারিবিয়ান জাম্বো ক্রিস গেইলের ব্যাট। বস্তুত বেঙ্গালুরু যে কলকাতার সঙ্গে জিততে পেরেছে তার একমাত্র কারণ হল গেইল। অধিনায়ক বিরাট কোহলির ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে গেইলকে খানিকটা সঙ্গ দিতে গিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক ফ্যানি ডিভিলিয়ার্স। তাও ১৩ বলে ব্যক্তিগত ২৮ রানে ফিরে যেতে হয় এই দুর্দান্ত প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানকে। সেখান থেকে একা খেলে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় নিয়ে যান ক্রিস গেইল। উল্লেখ্য, এবারের বিশ্বকাপে প্রথম ডবল সেঞ্চুরি এসেছিল গেইলের ব্যাট থেকে। পরে অবশ্য তাকে টপকে যান নিউজিল্যান্ড তারকা গুপ্তিল। কিন্তু এবার আইপিএল–৮ এ যে সংহারমুখী মেজাজ নিয়ে শুরু করেছেন গেইল তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে বোলারদের কপালে ভালোই দুঃখ আছে তার সামনে পড়লে। কলকাতার বিরুদ্ধে ম্যাচে অবশ্য ক্রিস কিছুটা ভাগ্যবানও ছিলেন। কারণ বাউন্ডারি লাইনে তার ক্যাচ ফেলে দেন মর্নি মর্কেলের মতো সুপার স্টার ক্রিকেটার। যদিও এই ক্যাচ ফেলার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গেইলের ঝোড়ো ইনিংসটি। একের পর এক দলীয় সতীর্থ যখন তাদের উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছেন তখন অপর প্রান্তে অবিচল থেকে গিয়েছেন এই দীর্ঘদেহী ক্যারিবিয়ান। তিনি যেন বুঝেই গিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত থেকে তাকে ম্যাচ বার করতে হবে। শেষ লগ্নে আউট হলেও নাইটদের পক্ষে আর সে সময় কিছুই করার ছিল না।

এবারের আইপিএলের এমন কিছু ভারতীয় তারকাকে খেলতে দেখা যাচ্ছে যারা ২০১১–র বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে নাইট অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর, বীরেন্দ্র সেহবাগ, যুবরাজ সিং, হরভজন সিংদের নাম বিশেষ করে তুলে ধরার মতো। এছাড়াও ২০০৩ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতীয় বোলিংয়ের অন্যতম স্তম্ভ আশিস নেহেরাকেও এবারের আইপিএলে সামি–উমেশ যাদবদের সঙ্গে সমান তালে বোলিং করতে দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে প্রথম দুটি ম্যাচেই গৌতম গম্ভীর প্রমাণ করেছেন এখনও তিনি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটে যথেষ্ট উপাদেয়। প্রসঙ্গত দুটি ম্যাচেই অর্ধ শতরান করেছেন গৌতম। কলকাতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন অফ স্পিনার হরভজন সিং মার খেলেও পরের ম্যাচেই তিনি তাঁর উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন ৫৮ রানের অসাধারণ ইনিংসের মাধ্যমে।

এখনও পর্যন্ত আইপিএল সবেমাত্র পঞ্চমী কিংবা ষষ্ঠীতে বিরাজ করছে। সেভাবে মঞ্চ জমে ওঠেনি। সাফল্য এখনও অধরা যুবরাজ সিং বা বীরেন্দ্র সেহবাগদের ব্যাটে। তবে যত খেলা এগোবে যুবি বা বীরুরাও যে খোলস ছেড়ে বেরোবেন তা বলাইবাহুল্য। এরা হয়তো আগামী দিনে আর ভারতীয় দলে ফিরে আসবে না। কিন্তু সারা দুনিয়ার কাছে মেলে ধরতে পারবে যে, এখনও তারা ফুরিয়ে যান নি। এই তাগিদেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দলের অন্যতম তারকা পেসার আশিস নেহেরাও খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন সমান তালে।

আইপিএল যত দিন যাচ্ছে ততই

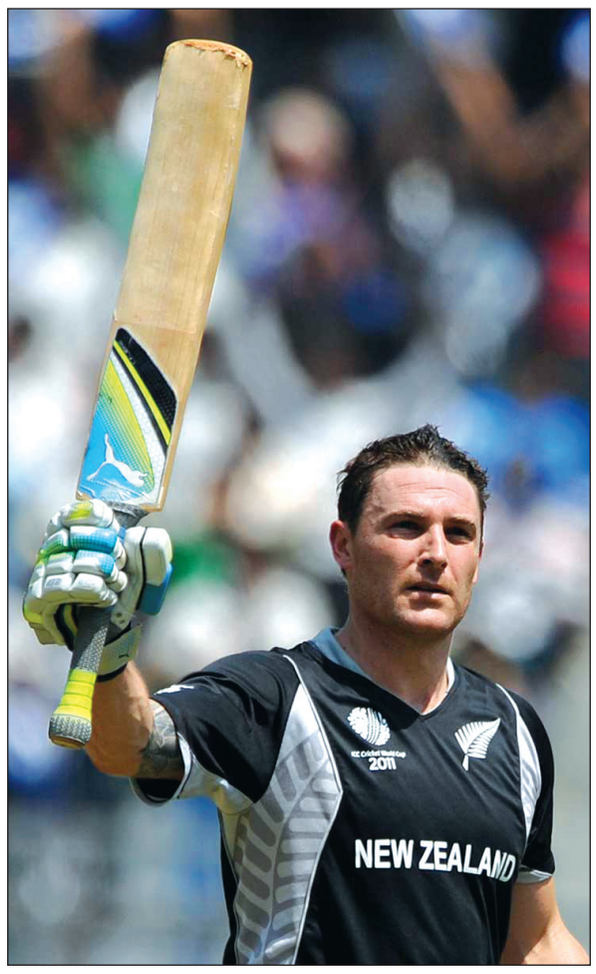

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে। বিশেষ করে এই ক্রিকেট উৎসবে বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ সকলেই সমানভাবে মেতে উঠছে। এমনিতে ক্রিকেট দেখা আর বড় তারকাদের ব্যাটকে শাসন করতে দেখা একেবারেই আলাদা অনুভূতি। সেই আস্বাদনকে রঙিন করে তুলতে মাঠে হাজির হন ম্যাকালাম, গেইল, ম্যাক্সওয়েল, ডিভিলিয়ার্স কিংবা শিখর ধাওয়ান, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের মতো ভারতীয় তারকারা।

এবারের আইপিএল যত দিন যাবে তত সমৃদ্ধ হবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। এই সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে যুবরাজ সিংয়ের মতো প্রায় বিশ্ব ক্রিকেটে হারিয়ে যেতে বসা তারকারাও। ফলে বলা যেতেই পারে জমে গিয়েছে ক্রিকেটের আসর। এত বড় ক্রিকেট পার্বন শুধুমাত্র এদেশে এলেই বোঝা যাবে।

ডালমিয়া জমানায় টিম ইন্ডিয়ার কোচ হতে পারেন মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: তাঁর অধিনায়কত্বেই ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন এক যুগের সূচনা হয়েছিল। তাঁর আমলেই বেটিং কেলেঙ্কারিতে জীর্ণ একটা দল শিখেছিল, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, লড়াইটা চালিয়ে যেতেই হয়। চেষ্টা করলে বিদেশের মাটিতেও জয় ছিনিয়ে আনা যায়, শিখিয়ে ছিলেন তিনিই। এক ঝাঁক তরুণ প্রজন্মের ক্রিকেটাররা তাঁর নেতৃত্বেই সমৃদ্ধ করেছিল ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাস। তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জল্পনা চলছে, সম্ভবত আরও একবার ভারতীয় ক্রিকেট দলের হাল ধরতে চলেছেন তিনি। তবে এবার কোচের ভূমিকায়।

একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সিএবি সূত্রে জানা গিয়েছে এই নিয়ে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়ার সঙ্গে এক প্রস্থ কথা হয়েছে সৌরভের। ডানকান ফ্লেচারের পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হতে রাজি তিনি। ডালমিয়াকে জানিয়েছেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের পরেই ডানকান ফ্লেচারের কোচ হিসেবে সময়সীমা শেষ হয়েছে।

ক্রিকেটার সৌরভের কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত। ক্রিকেট খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁর কৌশলী দূরদৃষ্টিও তুলনাহীন। কিন্তু কোচের পদের জন্য তাঁকে আগে আবেদন করতে হবে। সংবাদপত্রটিকে জানিয়েছে সিএবি সূত্র। ওনাদের মধ্যে (ডালমিয়া ও সৌরভ) এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে ডালমিয়া সৌরভকে নিশ্চিত কোনও আশ্বাস দেননি। খবর একই সূত্রে।

বিসিসিআই–এর নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে কোচ হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের আবেদন করতে হয়। দিতে হয় প্রেজেন্টেশন। এরপর বোর্ড কর্তা ও প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়কদের একটি দল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে কোচকে নির্বাচিত করেন।

এই নিয়ে অবশ্য ডালমিয়া মুখ খুলতে রাজি হননি। শুধু বলেছেন দিন দশেক অপেক্ষা করুন। তারপরেই সবকিছু জানতে পারবেন।

কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে বোর্ড কর্তাদের একাংশ আর এক প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়কে কোচ হিসেবে চাইছে। যে সূত্রের কাছ থেকে সৌরভের খবর পাওয়া গিয়েছে, সেই একই সূত্রের দাবি ভারতীয় ক্রিকেটে দ্রাবিড় অত্যন্ত সম্মানীয় নাম। রাজস্থান রয়্যালসের মেন্টর–কোচ হিসেবে দারুণ কাজ করেছেন তিনি। আমরা এমন একজন কোচ চাই যিনি ভারতের ইয়ং ব্রিগেডকে পথ দেখাবেন। দ্রাবিড় এক্ষেত্রে অন্যতম সেরা প্রার্থী। তবে সৌরভের মতো তাঁকেও নিজে থেকে আবেদন জানাতে হবে।

তবে সূত্রে খবর কোচের দৌড়ে এছাড়াও আছেন অনেকেই। আছেন অধুনা টিম ডিরেক্টর রবি শাস্ত্রীও। অনেকে আবার হাই প্রোফাইল কোচের বদলে, সঞ্জয় বাঙ্গারের মতো তুলনামূলক কম পরিচিত কাউকে কোচ হিসেবে চাইছেন। সে ক্ষেত্রে দলের রাশটা প্রকৃত অর্থে রয়ে যাবে টিম ডিরেক্টরের হাতেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরপর চারটে ম্যাচ হেরেছি আমরা। আর আপনারা বলছেন দল নাকি ভালই খেলছে। আমরা পারফরমেন্সের আমূল পরিবর্তন চাই। টেস্ট ক্রিকেটের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা দেখতে চাই পারফরমেন্স ভালো করার জন্য নয়া কোচের ঝুলিতে কী কী পরিকল্পনা রয়েছে। ভারত বিশ্ব ক্রিকেটে রাজত্ব করে। আমরা নিজেদেরকে হাসির খোরাক করতে চাই না।

আগামী ২৬ এপ্রিল বিসিসিআই–এর বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আজহার–জাদেজাদের বেটিং বিতর্কের পর ভারতের অধিনায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন বাংলার মহারাজ। এবার এমন একটি সময় তাঁর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার কথা চলছে যখন বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হেরে খানিকটা মুষড়ে সমর্থকরা। এই জায়গা থেকে ডালমিয়া–সৌরভ জুটি কতটা ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে দেখার এখন সেটাই।

মনের খেয়াল

ম্যাজিক মোমেন্ট

সংখ্যারাশির ম্যাজিক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর)

গত বাংলা বছর ছিল ১৪২১। সংখ্যাটির রাশিগুলো যোগ কর : ১+৪+২+১=৮। এবছর হল ১৪২২। রাশিগুলো যোগ কর : ১+৪+২+২=৯। সামনের বছর ১৪২৩–এর রাশিগুলো যোগ কর, যোগফল পাবে ১+৪+২+৩=১০। এই ভাবে ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫ পর পর যোগফল পাবে ১৪২৯ সাল অবধি। তারপর নতুন ধারার শুরু ১৪৩০ সালের রাশিগুলো যোগ কর যোগফল পাবে ১+৪+৩+০=৮। এরপরের সালগুলির রাশিগুলির যোগফল পেতে থাকবে ৯,১০,১১,১২,১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ করে ১৪৩৯ অবধি। তারপরে আবার নতুন যোগফলের ধারা শুরু হবে ১৪৪০ থেকে উপরে বর্ণিত সংখ্যারাশির রহস্যময়তার উপর ভিত্তি করে দারুণ সব অঙ্কের ম্যাজিক সৃষ্টি হয়েছে। এই পাতাতে তোমাদের আগে কিছু এইরকম অঙ্কের ম্যাজিক শেখানো হয়েছে, আগামী দিনে আরও শেখানো হবে। আবার তোমরাও অনেকে জানি এই ধরনের অঙ্কের ম্যাজিক জানো। সেগুলো আমাদের লিখে পাঠাও।

এসএমএস–এর মাধ্যমে তোমরাও সংখ্যার ম্যাজিক পাঠাও ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

জেনে রেখো জেনে রেখো জেনে

শহিদ ত্রিপুরা সেন
মৃত্যু : ২২ এপ্রিল, ১৯৩০

বীর শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে সময় জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে তিনি নিহত হন।

শহিদ নরেশ রায়
মৃত্যু : ২২ এপ্রিল, ১৯৩০

বীর শহিদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের অন্যতম যোদ্ধা নরেশ রায় জালালাবাদ যুদ্ধে জীবন দান করেন।

শহিদ হরিগোপাল বল (ট্যাগরা)
মৃত্যু : ২২ এপ্রিল, ১৯৩০

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাদের সঙ্গে সম্মুখসমরে মৃত্যুবরণ করেন।

বিপ্লবী নায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
মৃত্যু : ১৮ এপ্রিল, ১৯৫৯

ভারতের প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী নেতা। অরবিন্দের ভ্রাতা ও সংগঠনে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি 'যুগান্তর' নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মানিকতলার মুরারিপুকুর লেনে তাঁর বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের গুপ্ত ঘাঁটি ছিল। কিংসফোর্ড হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিনি আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। মুক্তির পর তিনি 'বিজলী' কাগজের প্রতিষ্ঠা করেন। কবিরূপেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে 'দৈনিক বসুমতী'–র সম্পাদক ছিলেন।

শৈলবালা ঘোষ
জন্ম : ২০ এপ্রিল, ১৮৮৪

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। নিজের বাড়িতে তুলাগাছ রোপণ করে তার তুলায় সুতা প্রস্তুত করেন। অন্য অনেককেও তিনি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনকালে কুমিল্লায় সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দেন। এ জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র পূর্ববঙ্গ সফর করলে ত্রিপুরা জেলার মোগড়া বাজারে স্থানীয় মহিলা সমিতির নেত্রী হিসাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান শৈলবালা। গান্ধীবাদী হয়েও নেতাজীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। জাত ও ধর্মের বেড়া তিনি মানতেন না। একটি হরিজন বিদ্যালয়ও তিনি পরিচালনা করতেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত থাকেন।

সর্দার বলবন্ত সিং পরদেশি
জন্ম : ১৮ এপ্রিল, ১৮৮৬

উর্দু, ফারসি, গুরুমুখি ও ইংরেজি চারটি ভাষা জানতেন। প্রথম জীবনে ব্রিটিশ সৈন্যদলে নাম লেখালেও পরবর্তীকালে সম্মান বজায় না থাকায় চাকরি ছেড়ে দেন। কলকাতায় একটি গুরুদ্বারের প্রধান আচার্যরূপে যোগ দিয়ে দেশবন্ধুর সাহচর্য লাভ করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাবরণ করেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সহযোগী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। কংগ্রেসের বাণী প্রচারের জন্য 'সাঁঝিওয়াল' নামক একটি পাঞ্জাবি সাপ্তাহিক বার করলেন।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের অসামান্য প্রভাব ছিল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনিও ১৯২৯ সালে আলিপুর জেলে বন্দী হন ও মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হন। এরপর থেকে বারবার তিনি পুলিশি অত্যাচারের মুখে পড়েন ও জীবনের একটা বড় অংশ প্রায় জেলেই কাটে। তাঁর নির্ভয়চিত্ত ও প্রচণ্ড সাহস তাঁকে চালিত করেছিল মুক্ত আন্দোলনের পথে।

দীপা ঠিকাদার, দশম শ্রেণি, চেতলা গার্লস স্কুল

তোমাদের যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।